আহ্‌মদী

সপ্তম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

افلا يتربون الى الله وليستغفرونه والله غفور الرحيم *

হে প্রভো! সকল প্রশংসা তোমার। আমরা তোমার সংবাদ বাহকের সংবাদ শুনিয়াছি এবং তৎপ্রতি বিশ্বাস করিয়াছি। তুমিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক ও প্রভু। আমরা আমাদিগের স্বকৃত অপরাধের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি এবং তাহার কুফল হইতে মুক্তি যাঞ্চা করিতেছি। তুমি নিজ দয়া বলে আমাদের উদ্ধার সাধন কর এবং আমাদিগকে তোমার প্রেমিকদিগের দলভূক্ত কর। হে প্রভো, আমরা দুর্ব্বল, আমরা অজ্ঞ, আমরা সংখ্যায় অতি সামান্য। তুমি যে কার্য্যের ভার আমাদের প্রতি অর্পণ করিয়াছ তাহা অতি গুরু। হে প্রভো, আমাদের শক্তি নাই যে আমরা নিজ বলে ইহা সাধন করিতে পারি। তুমিই আমাদের শক্তি, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা জানি তোমার সহায় সঙ্গে থাকিলে আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। প্রভো, বড় ভয় যে আমরা নিজ দোষে তোমার স্নেহ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হই। তাই আমাদের কাতর প্রার্থনা, প্রভো, যদি নিজ দয়া বলে অমাদিগকে তোমার প্রেরিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছ এবং বিশ্বাসী দলভূক্ত করিয়াছ, তবে প্রভো, আমাদের প্রতি তোমার দয়া পূর্ণ কর এবং আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন কর, যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর তোমার বিরক্তি ভাজন না হই এবং আমাদের দোষে তোমার সত্য প্রচার কার্য্যে বিঘ্ন না ঘটে। আমীন।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের আহ্বান

من انصاری الی الله

আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সহায় হইবে

১। তাহ্‌রিকে জদীদের তৃতীয় বর্ষের আহ্বান ঘোষণার পর মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে আপনি কি আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন ?

২। তাহ্‌রিকে জদীদ সংক্রান্ত **ওয়াদা** করিবার শেষ তারিখ বঙ্গদেশের জন্য ৩০শে এপ্রিল, **১৯৩৭** ইং। সেই তারিখের পর আর কাহারও ওয়াদা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। মোমেনের বিশেষত্ব এই যে সে পুণ্য কার্য্যে অগ্রগামী হয়। সুতরাং ৩০শা এপ্রিলের পূর্ব্বে ওয়াদা জ্ঞাপন করাই কেবল আপনার কর্ত্তব্য নহে, বরং যত অগ্রে আপনি ওয়াদা প্রেরণ করিবেন তত অধিক পুণ্যের অধিকারী হইবেন।

৪। তাহ্‌রিকে জদীদের ওয়াদা **পূর্ণ** করিবার শেষ তারিখ বঙ্গদেশের জন্য ৩০শে এপ্রিল, **১৯৩৮**ইং ; কিন্তু যে যত সত্বর তাহার দেয় টাকা আদায় করে সে তত অধিক পুণ্যের অধিকারী হইবে।

৫। টাকা যত শীঘ্র সংগৃহীত হয় ততই অধিক তাহা দীনের খেদমতে লাগিতে পারে।

৬। শত্রু তাহার পূর্ণ শক্তি সহকারে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে অভিযানে রত। ইসলাম ও আহ্‌মদীয়ত আপনার নিকট হইতে যথাসম্ভব কোরবাণীর প্রত্যাশা করে। খোদাতায়ালার এবং শয়তানের দলের বৈষম্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

৮। এই তাহ্‌রিকের সংবাদ প্রত্যেকের নিকট পৌছান একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই সংবাদ আপনার ভ্রাতাকে পৌছান, এবং তাহাকে এই আহ্বানে যোগ দিতে উৎসাহিত করাও আপনার জন্য পূণ্য কাজ। যে ব্যক্তি আপনার তাহ্‌রিকের ফলে এই আহ্বানে যোগ দেয়, কিম্বা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোরবাণী করে, তাহার সেই কার্য্যের পুণ্যে আপনিও অবশ্য ভাগী হইবেন।

৯। খোদাতায়ালা নিজ কার্য্যে বান্দার মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিই ধন্য যাহার হাতকে খোদাতায়ালা নিজের হস্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি খোদাতায়ালার বরকত (আশীষ) ও রহমতের (অনুগ্রহের) নিশ্চয়ই অধিকারী হয়।

১০। তাহরিকে জদীদের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা যে ব্যক্তি বা জমায়াতের অনাদায় আছে তাহাদেরও অবিলম্বে তাহা আদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

খাক্‌সার

মীর্জা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

কোরান-তত্ত্ব *

(৮)

[গত ডিসেম্বর মাসে, (১৯৩৬ ইং), بسم শব্দটি অতিরিক্ত করা বিষয়ে কয়েকটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছিল। অত্র সংখ্যায় এইরূপ আর একটি তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। —সঃ, আঃ।]

بسم শব্দটি অতিরিক্ত করার মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা অনেকেই ধরিতে পারে নাই এবং সেই জন্য অনেকে ইহাকে বাহুল্য মনে করিয়াছে। সেই তত্ত্বটি এই যে, শব্দটি অতিরিক্ত করিয়া এক ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের ১৯ অধ্যায়ের ২০ পদে ও দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সারমর্ম্ম এই যে আল্লাহ্‌ তা'লা হজরত মুসা(আঃ)কে বলিয়াছেন যে,'বনিইস্রাইলকে পবিত্র করিয়া সিনাই পর্ব্বতের নিম্নে দণ্ডায়মান কর, যেন আমি তোমার সহিত যে বাক্যালাপ করি তাহা তাহারা শুনিতে পায়। প্রথম যেন তাহারা পর্ব্বতের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু যখন শঙ্খ ধ্বনিত হয় তখন যেন তাহারা নিকটে আসে। হজরত মুসা (আঃ) যখন সেইখানে পৌঁছিলেন এবং খোদার বাক্য অবতীর্ণ হইল, যখন সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিত হইল, ধূম নির্গত হইল, এবং মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন তাহারা ভীত হইয়া দূরে যাইয়া দাঁড়াইল। হজরত মুসা (আঃ) তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা বলিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা বল, আমরা শুনিব, কিন্তু খোদা যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন—পাছে আমরা মরিয়া যাই। মুসা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন "তোমরা ভয় পাইও না, কেননা তোমাদের পরীক্ষা করনার্থে এবং তোমরা যেন পাপ না কর এই নিমিত্ত আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুগোচর করনার্থে ঈশ্বর আসিয়াছেন। তখন লোকেরা দূরেই দণ্ডায়মান রহিল এবং হজরত মুসা (আঃ) ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিলেন যেখানে খোদাতা'লা ছিলেন।" (২০ অধ্যায়, ১৯ হইতে ২১ পদ)।

ইহাতে হজরত মুসা (আঃ) খোদাতা'লার নিকট যাইয়া প্রার্থনা করিলেন, 'আমার জাতি তোমার নিকট আসিতে ভয় করে।' তখন আল্লাহ্‌ তা'লার নিকট হইতে 'ওহি' আসিল, তোমার ঈশ্বর সদা-প্রভু **তোমার মধ্য হইতে** তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে **আমার সদৃশ**এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন। তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদা-প্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই-ত করিয়াছিলে, যথা—'আমি যেন আপন ঈশ্বর সদা-প্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মাহাগ্নি আর দেখিতে না পাই পাছে আমি মারা পড়ি।' তখন সদা-প্রভু আমাকে কহিলেন, "উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য **উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ** এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহা হইতে আমি পরিশোধ লইব, কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস পূর্ব্বক তাহা বলে, কিম্বা অন্য দেবতার নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।"

(দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অধ্যায়, পদ ১৫—২০)

(উল্লিখিত বাইবেল-উক্ত এবারতের মধ্যে একটা কথা **"তোমার মধ্য হইতে.....আমার সদৃশ"**, উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রকৃত এল্‌হাম যাহা এই এবারতেই বিদ্যমান আছে তাহাতে এই কথাটা নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে এই কথাটা হয়ত মুসা (আঃ) এর স্বকৃত ব্যাখ্যা, কিংবা পরবর্ত্তীকালে ঈহুদিগণ কর্ত্তৃক ইহা প্রক্ষীপ্ত হইয়াছে)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে বলা হইয়াছিল যে মুসার (আঃ) পরে তাঁহার সদৃশ এক নবী আসিবেন—এবং তিনি যখন আল্লাহ্‌র 'কালাম' (বাণী) শুনাইবেন তখন বলিবেন, "আমি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া এই 'কালাম' শুনাইতেছি"। এখন 'খোদার নাম লইয়া শুনাইতেছি' এই কথার আরবী অনুবাদ بسم الله 'বিসমিল্লাহ'। অতএব 'বিসমিল্লা'র মধ্যে بسم শব্দ অতিরিক্ত করাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ভাবে আঁ-হজরতের (সাঃ) সত্যতার এক প্রমাণ সর্ব্ব প্রথমেই উপস্থিত

* হজরত আমীরুল মোমেনান খালফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) দরসুল-কোরান হইতে মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত—সঃ আঃ।

করা হইল—যেন ঈহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে হজরতের (সাঃ) সত্যতা উদ্ঘাটিত হয় এবং তাহাদের নিকট প্রমাণ দৃঢ়তার সহিত পূর্ণ হইয়া যায় যে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যাহার কথা তাহাদের কিতাবে উল্লেখ আছে তিনি মোহাম্মদ (সাঃ), যিনি প্রত্যেক কথাই আল্লাহ্‌তা'লার নাম লইয়া বর্ণনা করেন। অতএব প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে بسم الله 'বিসমিল্লাহ্' প্রত্যেক ইহুদী ও খৃষ্টানের মনোযোগ আকর্ষণ করে যে তোমরা কেন এই নবীকে মানিতেছ না যিনি মুসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খোদার 'কালাম' শুনান, অর্থাৎ প্রথমে এই বাক্যটি বলিয়া দেন যে,—'আমি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া এই বাক্য শুনাইতেছি'।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে।

১। বনী ইস্রায়েলদের ভাইদের—অর্থাৎ বনি ইসমাইলদের মধ্য হইতে এক নবী আসিবেন।

২। তাঁহাকে হজরত মুসার (আঃ) মত শরিয়ত দেওয়া হইবে।

৩। তিনি যে নূতন বিষয় আল্লাহ্‌তা'লা হইতে প্রাপ্ত হইবেন তাহা দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করিবার প্রথমেই এই কথা বলিয়া লইবেন যে আমি খোদাতা'লার নাম লইয়া এই 'কালাম' (বাক্য) আরম্ভ করিতেছি।

৪। যদি কোন মিথ্যাবাদী এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের উপর আরোপ করিতে চায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

৫। যে ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে অস্বীকার করিবে সেও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্' রাখা হইয়াছে, এবং এইভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে যে তিনি অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) যদি মুসা (আঃ) সদৃশ প্রতিশ্রুত নবী না হইয়া থাকেন তবে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে, কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই ভবিষ্যদ্বাণীর মিথ্যা দাবীকারক সাজা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; কিন্তু তিনি যদি সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আল্লাহ্‌র বাক্য প্রচার করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তোমরাও অর্থাৎ অস্বীকারকারিগণ শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে না, এবং অবশ্য খোদাতা'লা তোমাদিগ হইতে হিসাব লইবেন।

বস্তুতঃ বিসমিল্লাহ্‌র মধ্যে 'ইসম্' শব্দটি অতিরিক্ত করিয়া হজরত মুসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

فالحمد لله الذى من على بفهم كلامه المجيد -

(ক্রমশঃ)

UNIQUE OPPORTUNITY FOR READERS OF RELIGIOUS PERIODICALS.

আহ্‌মদী—বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

The Sunrise—A High Class Weekly, published from Lahore, devoted to religious, political, and social interests of the country. Annual Subscription Rs. 4/-, For students Rs. 3/-

The Review of Religions—A High Class Monthly Magazine devoted to the study and criticism of all religions of the world and the true exposition of Islam. Annual Subscription Rs. 4/-

A limitted number of the above periodicals are offered by the Bengal Provincial Ahmadiyya Association at the concession rate of Re. 1/8- each per annum.

Apply immediately to the General Secretary, at 15 Bakshibazar Road, Dacca.

বিশ্ব-জগতের আদর্শ হও *

আমলের এস্‌লাহের জন্য বদ্ধ-পরিকর হও

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ 'আমলের এস্‌লাহ' বা ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে আমি বলিয়া আসিতেছি যে, ধর্ম্ম বিশ্বাস বা 'আকিদা' সম্বন্ধে আমাদের জমাতের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সফল হইয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমূহের যথার্থতা আমাদের শত্রুগণও স্বীকার করে। আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসগুলি তাহারা প্রকাশ্যতঃ গ্রহন করিয়াছে, কিন্তু 'আমল' সম্বন্ধে আমাদের জমাতের প্রচেষ্টা তেমন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। অপরের কথা স্বতন্ত্র, আমাদের জমাতের ব্যক্তিগণও স্বীকার করেন যে এ বিষয়ে আমরা জগতের আদর্শ হইতে পারি নাই। অথচ 'আমল' বা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের 'এরাদা' এবং 'নিয়ৎ', (সঙ্কল্প ও ইচ্ছা শক্তি) তেমনই সুদৃঢ় আছে যেমন ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমূহের সংশোধন সম্বন্ধে আছে। সুতরাং একই শক্তি সম্পন্ন প্রেরণার বিদ্যমানতায় এক স্থলে 'এরাদার' বা সঙ্কল্পের ন্যূনতম ও অন্যস্থলে অধিকতম প্রতিক্রিয়া হওয়ায় প্রকাশ পায় যে বহির্দ্দেশীয় প্রতিরোধ এক স্থানে অল্প এবং অন্য স্থানে অধিক।

জগতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় দুই প্রকার ত্রুটী কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অকৃতকার্য্যতা এ জন্য হয় যে, (ক) কার্য্যের পশ্চাতে হয়ত 'সঙ্কল্প-শক্তি' এত প্রবল থাকে না যদ্বারা সেই কার্য্য সাধন হইতে পারে, (খ) নতুবা সঙ্কল্প-শক্তিত থাকে, কিন্তু বহির্দ্দেশীয় এমন ভীষণ প্রতিরোধ থাকে যে তাহা প্রবল হইয়া দাড়ায়। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন একজন ছাত্র পাঠ শিক্ষার জন্য সঙ্কল্প করে, কিন্তু অন্য একটি ছাত্রের সঙ্কল্প নাই এবং সঙ্কল্পের অভাব বশতঃ সে কোন চেষ্টাও করে না। এস্থলে সঙ্কল্পশীল ছাত্র পাঠ শিক্ষা করিতে পারিবে এবং সঙ্কল্পবিহীন ছাত্র তাহা করিতে পারিবে না।

অপরাবস্থার দৃষ্টান্ত,—যেমন কোন ছাত্র সঙ্কল্প করে, কিন্তু যে কার্য্যভার তৎপ্রতি ন্যস্ত থাকে তাহা সঙ্কল্পের তুলনায় অধিক। বিদ্যার্থী পাঠ শিক্ষার জন্য কৃত-সঙ্কল্প, কিন্তু শিক্ষক নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ তাহাকে এমন পুস্তকে পাঠ দেন যাহা তাহার পক্ষে উপযোগী নহে। প্রাইমারী শিক্ষার্থীকে কেহ এম, এ, কোর্স পড়িতে দিলে, এখানে কাজ এত কঠিন যে সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও তাহাতে কার্য্যকরী হইতে পারে না। কোন কোন সময় এমন হয় যে, সঙ্কল্প থাকে বটে, কিন্তু স্মরণ-শক্তি এমন খারাপ যে তাহা সঙ্কল্পের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এ নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্পের শক্তি আরো বর্দ্ধিত না হয়, কিম্বা যে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক স্মরণ শক্তি লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত পাঠ স্মরণ হইবে না; কিম্বা এমন হইতে পারে যে স্মরণ শক্তি ভাল এবং সঙ্কল্পও আছে, কিন্তু বিদ্যার্থী কোথাও চাকুরী করে। তৎজন্য সে পাঠ শিক্ষার সময় করিতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া পাঠের নিমিত্ত সময় বাহির করে, এমন সময় তাহার প্রভু তাহাকে কাজের জন্য ফরমায়েস দেন। বাধ্য হইয়া তাহাকে পুস্তক ছাড়িতে হয়। এখানে সঙ্কল্প ও স্মৃতি-শক্তি উভয়ই আছে, কিন্তু সময়ের অভাব। এ স্থলে সঙ্কল্প প্রবল ছিল এবং কার্য্য করিতেছিল এবং পাঠ করিবার ও পাঠ স্মরণ রাখিবার উপায়গুলিও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সঙ্কল্পের সহকারী বিষয়গুলি সাপেক্ষে না থাকায় তাহার সাফল্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

সুতরাং এই সমস্ত বাধা ও জটিলতা বশতঃ মানুষ অকৃতকার্য্য হয়। আমি বলিয়াছি, আমাদের মধ্যে সঙ্কল্প উভয় ক্ষেত্রেই একরূপ। যখনই কোন ব্যক্তি আমাদের জমাতে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে একই শক্তি বলে 'আকিদা' ও 'আমল' এতদুভয়ের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মনস্থ করে; কিন্তু একই প্রকার শক্তি ও সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও 'আকিদার এস্‌লাহ' বিষয়ে সফলতা লাভ করে, কিন্তু 'আমলের এস্‌লাহ' ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। আমরা একইরূপ সঙ্কল্প সহ শত্রুকে আক্রমন করি, তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রথম আক্রমনেই পর্য্যস্ত হয়, কিন্তু তাহাদের 'আমল' শত শত বৎসরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একটুও পরিবর্ত্তন করা যায় না। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ আমাদের 'আমলের এস্‌লাহ' জমায়াত হিসাবে সাধন করিতে পারি নাই, যদিও আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত হিসাবে অনেকে 'আমল' বিষয়েও কৃতকার্য্যতা লাভ

* হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহর (আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা) প্রদত্ত জুমার খোৎবার সার মর্ম্ম মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়া অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইল—সঃ, আঃ।

করিয়াছেন। ধর্ম্ম-সম্পর্কিত 'এস্‌লাহ্‌' (সংস্কার) ব্যক্তি বিশেষের সংস্কার দ্বারা সাধন হয় না। এ বিষয়ে জমায়াতের 'এস্‌লাহ্‌' আবশ্যক। জমায়াতীয় সংস্কার জগত সম্মুখে এমন দৃশ্য উপস্থিত করে যে, তদ্বারা লোক প্রভাবান্বিত না হইয়াই পারে না।

শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম-শক্তি

জগতে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম-শক্তি মানবের 'অনুকরণ বৃত্তি'। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রবল অন্য কোন শক্তি নাই। অনুকরণ বৃত্তি জগতে এমন আশ্চর্য্যজনক কার্য্যোৎপাদন করে যে তদ্দর্শনে বুদ্ধি লোপ পায়। ইহা জগতে বিচার, বিবেচনা ও জ্ঞান বুদ্ধির উপর এমন প্রাধান্য লাভ করে যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমাদের পূর্ব্বকার ইতিহাস এখনও এত প্রাচীন হয় নাই যে তাহা একেবারে ভুলা যায়। এক শতাব্দী কাল পূর্ব্বে ভারতের ফ্যাসন সম্পূর্ণ ইসলামী ছিল। লোকে লম্বমান বস্ত্র (জুব্বা) এবং পাগড়ী পড়িত। তাহারা দাঁড়ী রাখিত। এমন কি হিন্দুগণও পাগড়ী ও জুব্বা পরিধান করিত এবং দাঁড়ী রাখিত ; কিন্তু বর্ত্তমানে, যাহারা এ সকলের প্রচলন করিয়াছিল, তাহারাই স্বয়ং এগুলি পরিহার করিয়াছে। তাহারা এখন কোট, পেণ্টেলুন ও হ্যাট ব্যবহারের জন্য লালায়িত। তাহারা এখন দাঁড়ী রাখে না। ভাবিবার কথা, আজ হইতে এক শত বৎসর কাল পূর্ব্বে তাহা কি ছিল, যাহা দাঁড়ী রাখা যুক্তি-যুক্ত করিয়াছিল? সেই দলীল প্রমান কি, যদ্বারা লম্বমান বস্ত্র ও পাগড়ী অন্যান্য সকল পোষাক পরিচ্ছদের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং খাট কোট হীন বস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল? সে শুধু 'একটি জাতি' ছিলেন, যাঁহাদিগকে লোকে ভাল মনে করিত। সেই জাতি অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। লোকে মনে করিত যে এই জাতি কাহাকেও ভয় করে না, কাহারও কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হয় না এবং এই জাতি উন্নতি লাভ করিতেছে। সেজন্য নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিশেষ কোন সদ্‌গুণ আছে ভাবিয়া অন্যান্যেরাও তাঁহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিল।

তারপর অন্য এক জাতি আসিল। তাহাদের পিছনে সংঙ্কল্প শক্তি কাজ করিতেছিল। তাহারা জুব্বা ও পাগড়ী পরিধান-কারিগণের সম্মুখে খাট কোট ও হ্যাট পরিয়া চলাফেরা করিতে লাগিল। তাহারা দাঁড়ী মুণ্ডন করিয়া ধৈর্য্যের সহিত চলিতে লাগিল। লোকে তাহাদিগকে দেখিয়া হাঁস্য করিত এবং পরিহাস পূর্ব্বক কত কথা বলিত। তাহারা কৌতূহলচ্ছলে বলাবলি করিত,—ইহারা পুরুষ না স্ত্রীলোক? ইহারা কত কৃপণ! দুই 'গিড়া' কাপড় হইলে বস্ত্র উচিত মত লম্বা হইত। তাহারা কি তাহা পায় নাই? হ্যাটগুলি দেখিয়া লোকে বিস্ময় বোধ করিত এবং বলিত যে তাহা বানরের মাথার টুকরির ন্যায় দেখায়, কিন্তু এই আগন্তুকগণ ধৈর্য্য সহকারে নিজেদের বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ফল এই দাড়াইল যে, তাহাদিগকে নিয়া যাহারা হাস্য করিত, তাহারাও তাহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিল। বিশ্বব্যাপী এই প্রবাহ বিস্তৃত হইল। সকলেই মনে করিতে লাগিল যে খাট কোট ভাল, হ্যাট আরাম-দায়ক, ইহা গরম হইতে রক্ষা করে। এমন কি তুর্কিরা রাজানুজ্ঞা প্রকাশ করিল যে, যাহারা সম্মুখের দিকে বর্দ্ধিত টুপি ব্যবহার না করিবে, তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হইবে এবং যাহারা দাঁড়ী রাখিবে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। দাঁড়ী রাখা এবং লম্বা বস্ত্র পরিধানের জন্য লাইসেনস্‌ লইতে হইবে যেমন আমাদের দেশে বন্দুকাদির জন্য লাইসেন্স্‌ রাখিতে হয়। ভাল, ইহা কি? এক শতাব্দীর মধ্যে জগতে এরূপ পরিবর্ত্তন কেন আসিল? তুর্কিদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন বিগত ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা হ্যাটের অত্যন্ত বিরোধী ছিল। তাহাদের জাতীয় শিরস্ত্রাণ ছিল "Fez Cap" যাহা আমাদের দেশে রুমী টুপি বলিয়া পরিচিত। অন্যান্য ইয়ুরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ তুর্কিদের নিকট হইতেই গিয়াছে, কিন্তু 'ফেজ' কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুর্কিদের মধ্যেই সংবদ্ধ ছিল, এমন কি ১৯।২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার অবতরণ তুর্কিরা অপমানসূচক মনে করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা ইহা পরিধান করে, তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হয়। এই পরিবর্ত্তন কেন হইল? ইহার কারণ এই যে, কোন কোন জাতি হ্যাট্‌ পরিত এবং তাহাতে কোন লজ্জা বোধ করিত না। তাহাদের পৃথিব পদ মর্য্যাদাও ছিল। সে জন্য অপর লোকেরা মনে করিল যে হয়ত, তাহাদের উন্নতির কারণ তাহাদের হ্যাট্‌।

অনুকরণশীল ব্যক্তি কাহাকেও উন্নতি করিতেছে দেখিলে তাহার অনুকরণ আরম্ভ করে। তজ্জন্য সে হাস্যোদ্দীপক কার্য্যও করিয়া ফেলে, কিন্তু এক দিকে কখন কখন ইহা উত্তম পরিবর্ত্তনও আনয়ন করে। দৃষ্টান্ত স্থলে, আমরা দেখিতে পাই যে, 'মক্কা বিজয়ের' পূর্ব্বে আরববাসী বুঝিয়া শুনিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিত, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তাহাদের মধ্যে অনেকে শুধু অনুকরণ হিসাবে ইসলাম গ্রহণ আরম্ভ করে, যেন ইস্‌লাম গ্রহণ

তখন 'ফ্যাসন' স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, যেন কোন খরস্রোত প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছিল এবং ১০।২০ হাজারের এক একটি উপজাতি একই সময় ইস্‌লাম গ্রহণ করিতেছিল।

আঁ-হজরতের (সাঃ) মৃত্যুর পর যখন 'জাকাত' সম্বন্ধীয় বিপ্লব উপস্থিত হইল, তখন এই অনুকরণশীল ব্যক্তিগণই, যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণে ত্বরা করিয়াছিল, কুফরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ত্বরা করিল। এমন কি তখন সমগ্র আরবে কেবল মাত্র তিন স্থানে জমাতের সহিত নামাজ হইত।

বস্তুতঃ, অনুকরণবৃত্তি অতি পরাক্রম শক্তি। ইহা কোন কোন সময় 'নেকি' বা পুণ্য বিস্তারে সহায়ক হয় এবং কোন কোন সময় 'বদি' বা অন্যায় কার্য্য প্রসারে সহায়তা করে। কখনো ইহা খোদা ও রসুলের প্রতি ইমান প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং কখনো ইহা খোদা ও রসুলকে অস্বীকার করিতে সাহায্য করিয়াছে।

সুতরাং অনুকরণ স্বয়ং ভাল ও নয় মন্দ ও নয়। এইজন্যই রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

من تشبه بقوم فهو منه

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত।" অনুকরণশীল ব্যক্তি যদি ভাল বিষয়ে অনুকরণ করে, তবে তাহা ভাল হয় এবং যদি মন্দ বিষয়ে অনুকরণ করে, তবে তাহা মন্দ হয়। অনুকরণ স্ফটিক নির্ম্মিত পাত্র স্বরূপ। ইহাতে যদি দুগ্ধ রাখা যায়, তবে দুগ্ধ দেখা যাইবে। যদি ইহার মধ্যে জল রাখা যায়, তবে জলই দেখা যাইবে। ইহাতে কাল বর্ণের পদার্থ রাখিলে কাল এবং রক্তবর্ণের বস্তু রাখিলে রক্তবর্ণ দেখায়। বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে প্রস্তুত।

সত্য-প্রচারে অনুকরণের সাহায্য

প্রকৃতপক্ষে এই মহাশক্তি আল্লাহ্‌তা'লা মানবের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন সফলতার পথে তাহার যাত্রা সহজ ও সরল হয়। মানুষ যেমন অনেক পবিত্র জিনিষেরও অপব্যবহার করে, সেইরূপ দুষ্ট লোকেরাও ইহা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। যাহাহউক এই শক্তি সৃষ্টির 'প্রকৃত উদ্দেশ্য' এই যে, সত্য এক কাল পর্য্যন্ত প্রচেষ্টার পর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলে তাহা সহজে যেন প্রসারিত হয়। যখন কোন জাতি এমন স্থানে দণ্ডায়মান হয় যে লোকে তাহাদের অনুকরণ আরম্ভ করে, তখন সেই জাতি জয়ী হয়, নতুবা এক জন দুই জন করিয়া সত্য পথে আনয়ন অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রতার বিষয় হয়। এ ভাবে সত্য প্রচার করিলে কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। জগৎ কত কাল অপেক্ষা করিতে পারে? দৃষ্টান্তস্থলে, আমাদের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য কর। যদি লোক আমাদের জমাতে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় একজন দুইজন করিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, কিম্বা রসুল করিমের (সাঃ) প্রাথমিক যুগের ন্যায় প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তবে সম্ভবতঃ সহস্র বৎসরে আমরা ততজন লোক আহমদী করিতে পারিব না, যতজন হজরত ওমরের (রাঃ) সময় পর্য্যন্ত ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। জয় তখনই হয়, যখন লোকে অনুকরণ আরম্ভ করে।

অনুকরণীয় বিষয় সত্য হইলে অনুকরণশীল ব্যক্তিগণও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের ন্যায়ই হইয়া পড়ে। কারণ সুশৃঙ্খলতা ও সুশিক্ষা দ্বারা সত্য তাহাদের অন্তঃকরণে সুপ্রতিষ্ঠীত হয়। প্রভেদ এই যে, প্রবেশ করিবার সময় তাহারা অনুকরণ করে, কিন্তু পরে বুদ্ধি জন্মে। উত্তম বিষয়ে অনুকরণকারী প্রথমতঃ যদিও বুদ্ধিলাভ করে না, কিন্তু ভাল ও সুযৌক্তিক বিষয়ে অনুকরণ করে বলিয়া অন্যান্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই উন্নত মস্তিষ্কশীল হয়। দৃষ্টান্তস্থলে আমি বহুবার পীরে (রাঃ) নামক ব্যক্তির কথা বলিয়াছি। শুধু অনুকরণ বৃত্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তিনি হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) মানিয়াছিলেন, কিন্তু যখন মৌলবী মোহম্মদ হুসেন বাটালবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি কেন কাদিয়ানে অবস্থান করেন; তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, তিনি-ত লেখাপড়া জানা লোক নন, কিন্তু তিনি একথা জানেন যে, হজরত মির্জা সাহেব অর্থাৎ মসিহ্ মাউদ (আঃ) বাটালা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থান করেন, তথাপি তাঁহার নিকট লোক আপনাপনি উপস্থিত হয়, কিন্তু মৌলবী সাহেব প্রত্যহ ষ্টেশনে আসেন এবং কাদিয়ানের যাত্রীদিগকে বাধা দেন এবং বোধ হয় এইভাবে তাঁহার জুতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি কেহ তাহার প্রতি কর্ণপাত করে না এবং লোকে কাদিয়ানেই হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) নিকট গমন করে।

জগতে যতখানি শান্তনা অনুকরণ দ্বারা পাওয়া যায়, ততখানি যুক্তি-প্রমাণে হয় না। সত্য যখন এক সীমা পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করে, তখন লোকে ইহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত সুযোগ ও উপায় অন্বেষণ করে। তখন সে সাধারণ কোন প্রমাণ বা যুক্তির সন্ধান পাইলেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করে। যখন কোন জাতি এমন স্থানে দণ্ডায়মান হয় যে লোকে তাহাদের অনুকরণ আরম্ভ করে, তখন আর ভয় থাকে না।

লোকে দেখিতে পায় সেই জাতি প্রত্যুষে, সন্ধ্যায়, দিবারাত্রি উন্নতি করিতেছে এবং কোন শক্তি তাহাদিগকে রোধ করিতে পারিতেছে না। লোকে ভাবে হয়-ত তাহাদের সহিত বিরোধ করিলে কোন দৈব শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। তখন তাহারা সেই জাতির সহিত মিলনের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করে। তখন তাহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক তবলীগ করিলে, তাহারা বলে এ ভাবে-ত কেহও তাহাদের নিকট তৎকাল পর্য্যন্ত সত্য পৌছায় নাই। তখন তাহারা অবিলম্বে ইমান আনয়ন করে।

বস্তুতঃ অনুকরণবৃত্তি উভয় প্রকারে কার্য্য সাধন করে; কিন্তু এই স্থান লাভ করিবার জন্য এক নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত শক্তি সঞ্চয়ের আবশ্যক হয়। যে পর্য্যন্ত সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত কোন জাতি উপনীত না হয়, লোকে তাহাদের অনুকরণ করে না। লোক এখন 'আকিদা' বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিষয়ে আমাদের 'অনুকরণ' করিতেছে। এখন যদিও একথা জানে না যে হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যুর সহিত কি কি স্বার্থ নিবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা স্বীকার করিতেছে। সমগ্র কোরান অবিকৃত ও সুরক্ষিত মান্য করায় কি কি উপকারিতা তাহা তাহারা জানে না, কিন্তু তাহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। 'এল্‌হাম' (ঐশীবাণী) চলিত থাকার পূর্ণ মাহাত্ম্য তাহারা বুঝিতে পারে না, কিন্তু খৃষ্টান ও আর্য্যদের সম্মুখীন হইলে তাহারা ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বরূপ ইহা উপস্থিত করে। তাহারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না যে খোদাতা'লার গুণাবলীর পূর্ণ-মাহাত্ম্যের ইহাও একটি প্রমাণ যে তিনি সকল জাতিতেই নবী প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহারা অন্যান্য জাতির সম্মুখে ইস্‌লামের শিক্ষার সৌন্দর্য্য স্বরূপ ইহা প্রচার করিয়া থাকে।

এখন পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের ব্যবহারিক জীবন বা আমলের অনুকরণ আরম্ভ করে নাই। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী খোৎবা সমূহে বলিয়াছি যে এ পথে আমাদের কিছু বাধা আছে। 'সঙ্কল্প' বা 'ইচ্ছা-শক্তি' উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে কাজ করিতে থাকা সত্ত্বেও এই পার্থক্য কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহাও বলিয়াছি।

যাহাহউক এখন আমাদের ভাবিতে হইবে যে সেই সমস্ত বাধা দূরীকরণের জন্য আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। যদি আমরা অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাই, তবে প্রথমতঃ আমাদের 'আত্ম-সংস্কার' আবশ্যক। ইহাতে আমাদের মধ্যে এমন শক্তি উৎপন্ন হইবে যদ্দ্বারা আমরা অন্যের সংস্কার সাধন করিতে পারিব। অপরের দ্বারা অনুকরণ করাইতে হইলে বীরত্ব ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। যখন কোন জাতি এই গুণদ্বয় সম্যকরূপে অবলম্বন করে তখন অপরেরা আপনাপনি তাহাদিগকে ভয় করিতে আরম্ভ করে এবং তৎপর তাহারা সেই জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে। জগতে মানুষ মন্দ বিষয়েও অনুকরণ করে। এমতাবস্থায়, উত্তম বিষয়ে অনুকরণ না করিবার কোন হেতু নাই।

অধুনা ইংরাজদের মধ্যে নাচের প্রচলন আছে। পূর্ব্বে ইহাকে গর্হিত মনে করা হইত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকে ইহা অবলম্বন করিয়াছে। প্রথমতঃ, স্ত্রী-পুরুষ হস্ত ধরিয়া নাচ করিত। তারপর, সমান্তরালভাবে বক্ষ রাখিয়া নাচ করিত। তারপর, ইহা বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে বক্ষদ্বয়ের দূরত্ব ১½ ইঞ্চি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এখন অনেক স্থানে ইহাও লোপ পাইতেছে। তবেই দেখা যায়—ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত যাহাই করা যায়, লোক তাহারই অনুকরণ করে।

আত্ম-ত্যাগ ও পারিপার্শিক অবস্থা-গঠন

রাণী এলিজাবেথের সময় সর্ব্বপ্রথম দাঁড়ী মুণ্ডণের আদেশ প্রদত্ত হয়। তখন কোন কোন সভাসদ রাজপরিষদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তথাপি তাঁহারা দাঁড়ী মুণ্ডণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু এখন কেহও দাঁড়ী রাখিতে চায় না। তবে সকল জিনিষেরই পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য কোন না কোন শক্তির প্রয়োজন। যখন মানুষ সেই শক্তি অর্জ্জন করে, তখন অপরে আপনাপনি অনুকরণ আরম্ভ করে। যে পর্য্যন্ত সেই শক্তি অর্জ্জিত না হয়, অপরের দ্বারা অনুকরণ করান সুকঠিন। আমাদের সেই শক্তিই অর্জ্জন করিতে হইবে, কিন্তু এই পথে অনেক বাধা আছে। তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। **তজ্জন্য আমাদের আত্ম-ত্যাগ ও একটি বিশেষ পারিপার্শিক অবস্থা গঠন আবশ্যক।**

যে পর্য্যন্ত আমরা ইহা সাধন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা জয়ী হইতে পারিব না। কিরূপে তাহা লাভ করা যায় এসম্বন্ধে এখন আমি বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ইহা **তাহরীকে জদীদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে** ব্যক্ত করা হইবে। ইহা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে তাহরিকের প্রথমার্দ্ধ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় না, কিন্তু আমি জমাতকে বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি, যেন তাঁহারা এই সকল বাধা ও তদ্রূপ অপরাপর বাধা সম্বন্ধে, যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে, চিন্তা করিতে

পারেন যে ইহাদের প্রতিকার কি ? তৎপর যে প্রতিকার নির্ণিত হইবে, তাহাই আমাদের বিজয় লাভের উপায় হইবে। প্রত্যেক আহ্‌মদী এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন।

ত্রুটী নিরাকরণের উপায়

নিশ্চয়ই আপনাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণ ইহাই সাক্ষ্য দিবে যে আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও আমাদের সঙ্কল্পে কোন ত্রুটী নাই। 'সঙ্কল্প' বা আন্তরিক ইচ্ছা-শক্তি ধর্ম্ম-বিশ্বাস সংস্কার বিষয়ে যদ্রূপ আছে, কর্ম্ম-সংস্কার বিষয়েও তদ্রূপই বিদ্যমান। ত্রুটী রহিয়াছে, প্রভাব গ্রহণের শক্তির মধ্যে। যাহাদের উপর আমাদের সংকল্প ও আন্তরিক ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব জন্মান আবশ্যক, তাহাদের মধ্যে ত্রুটী রহিয়াছে। আমাদের নিকট ছুড়ি আছে, কিন্তু যাহা কর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা অধিকতর শক্ত। হয়ত ইহা নরম করিতে হইবে, নতুবা ছুড়ি আরো ধারাল করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। শক্ত বস্তু নরম করিয়াও ফল পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে, স্বর্ণ, রৌপ্য শোধন করিয়া জারন প্রস্তুত করা হয়।

সুতরাং হয়ত (১) 'সঙ্কল্প' বা ইচ্ছাশক্তি আরো মজবুত করিতে হইবে, (২) নতুবা প্রভাব গ্রহণ করিবার শক্তির মধ্যে যে দোষ আছে, তাহা দূরীভূত করিতে হইবে। এই দুইটি প্রতিকারই আছে। যদি আমাদের সঙ্কল্প এমন শক্তিলাভ করে যে তদ্বারা সকল বাধা দূরীভূত হয়, তবে-ত আমরা জয়ী হইতে পারি। এইরূপ শক্তি সংকল্প হইতেই সমুৎপন্ন হইতে পারে। 'ইমান' যত দৃঢ় হইবে, সঙ্কল্পও তত সুদৃঢ় হইবে। যদি 'ইমান' দুর্ব্বল হয়, তবে সঙ্কল্পও দুর্ব্বল হইবে। হজরত ইসা (আঃ) বলিয়াছেন, "যদি তোমাদের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ইমান থাকে, তবে তোমরা পর্ব্বত স্থানচ্যুত করিতে পার, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই আধ্যাত্মিক স্থানে উপনীত না হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা আবশ্যক।

যাহাহউক মানুষের মধ্যে প্রভাবান্বিত করিবার এবং প্রভাবান্বিত হইবার দুইটি শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। তারপর এই উভয় শক্তির সহকারী উপাদান আরো আছে। কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য কেবলমাত্র 'প্রভাবান্বিত করিবার' শক্তিই যথেষ্ট নহে, বরং 'প্রভাব-গ্রহণ করিবার' শক্তির অনুকূলতা আবশ্যক। যদি প্রভাব-গ্রহণ করিবার ও প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি সমপরিমাণ না হয় তাহা হইলেও ফল সন্তোষজনক হইতে পারে না।

'উবুদিয়ত' বা আনুগত্য

এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা মানুষের মধ্যে অন্য একটি বৃত্তি অন্তর্নিহিত রাখিয়াছেন, যাহা 'ইচ্ছাশক্তি' বা 'সঙ্কল্পের' আজ্ঞা পালন করে। ইহাকে 'উবুদিয়ত', আনুগত্য বা ভক্তি বলা হয়। যদি ইহা না থাকে, তবে 'ইচ্ছা-শক্তি ও সঙ্কল্প' বিদ্যমান থাকিলেও কোন লাভ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে, হস্ত যদি বাতব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে মস্তিষ্ক ইহাকে সঞ্চালিত হইবার জন্য আদেশ করিলেও ইহা সঞ্চালিত হইতে পারিবে না।

অতএব যদি প্রভাব-গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকে বা খুব দুর্ব্বল হয়, তবে প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি বেকার ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। যদি প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে প্রভাব গ্রহণ করিবার শক্তিকে আদেশ করিবার মত কেহ থাকে না বলিয়া, ইহা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। সেজন্য কার্য্যের সুফল পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে, সব বাড়ীতেই পিতামাতা সন্তানের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। এখন, যদি সন্তানেরা পিতামাতার আদেশ পালন না করে তবে বাড়ীতে শান্তি থাকিতে পারে না। সেইরূপ, যদি পিতামাতার বুদ্ধি না থাকে এবং তাঁহারা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারেন, তাহা হইলেও শান্তি থাকিতে পারে না। কাজেই কর্ম্ম-সংস্কারের জন্য **উভয়শক্তি** সঠিক থাকা প্রয়োজন।

আমি বলিয়াছিলাম যে আমাদের 'প্রভাব-করণ মূলক' শক্তিতে কোন দোষ নাই এবং যদি কাহারো প্রভাব-করণ মূলক শক্তিতে কোন ত্রুটী থাকে, তবে তাহা অতি সামান্য। আমাদের জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তিই **'তাকওয়া-তাহারত'**, প্রকৃত ধর্ম্মশীলতা ও আত্মিক পবিত্রতা লাভ করিতে চান। প্রত্যেকেই চান, যেন ইস্‌লামী আদেশ-নিষেধের প্রচার করিতে পারেন এবং আল্লাহতা'লার 'মহব্বত ও কুরব', তাঁহার প্রেম ও নৈকট্য লাভ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের 'ইচ্ছাশক্তি' সুদৃঢ় ও শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও যথাযথ ফল পাওয়া যায় না কেন ?

দুইটি কথার একটি নিশ্চয়ই সত্য। (ক) হয়ত কর্ম্মের জন্য যতখানি ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন, ততখানি আমাদের মধ্যে নাই, কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাস সংস্কারের জন্য যতটুকু ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন ছিল, তাহা আমাদের মধ্যে ছিল এবং সেজন্য ধর্ম্ম বিশ্বাস সমূহের সংস্কার সাধন হইয়াছে। পক্ষান্তরে কর্ম্ম-সংস্কারের জন্য অধিকতর 'ইচ্ছাশক্তির' প্রয়োজন ছিল এবং তাহা আমাদের ছিল না বলিয়া আমরা কর্ম্ম-সংস্কারে সফলতা লাভ করিতে

পারি নাই ; (খ) নতুবা ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের 'উবুদিয়ত' বা আনুগত্যের মধ্যে কোন ত্রুটী আছে এবং 'প্রভাব গ্রহণ-মূলক' শক্তিতে ত্রুটী বিদ্যমান থাকায় এবং উহা ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় উহা 'প্রভাব-করণ মূলক' শক্তির ক্রিয়া গ্রহণ করিতেছে না, অথবা ইহার যে সকল সাহায্যের প্রয়োজন তন্মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, যে পর্য্যন্ত আমরা 'প্রভাব-গ্রহণ-মূলক শক্তির চিকিৎসা বা প্রতিকার না করি, সে পর্য্যন্ত কোন ফল লাভ হইবে না। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন ছাত্রের স্মৃতি-শক্তি ভাল নয়। সে পাঠ করে, কিন্তু সে স্মরণ রাখিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধন না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে যতই পাঠ দেওয়া হউক না কেন এবং যতবারই তাহাকে স্মরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলা হউক না কেন, সে স্মরণ রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদের দেখিতে হইবে যে আমাদের সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছাশক্তি মস্তিষ্কের সেই অংশে ক্রিয়া করে না কেন, যে অংশে প্রতিক্রিয়ার ফলে 'কর্ম্ম-সংস্কার' আরম্ভ হয়। ঐরূপ বিঘ্নের কারণগুলি আমাদের দূরীভূত করিতে হইবে।

জ্ঞান-মূলক ত্রুটী

আমি বলিয়াছিলাম যে দুই প্রকার বাধা আছে, যথা—(১) ইচ্ছাশক্তির ও (২) কর্ম্মশক্তির দুর্ব্বলতা। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যবর্ত্তী আর একটী (৩) তৃতীয়াবস্থাও আছে যাহা উভয় দিকে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। ইহা 'জ্ঞান-মূলক' দুর্ব্বলতা। কারণ ইচ্ছা-শক্তিও জ্ঞানানুযায়ী সঞ্চারিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, একব্যক্তি জানে না যে এক সহস্র সৈন্য তাহার বাড়ী আক্রমন করিবে। সে কেবল এইমাত্র জানে যে কোন এক ব্যক্তি তাহার বাড়ী আক্রমন করিবে। এমতাবস্থায়, যে প্রকার উপায় সে সেই আক্রমন ব্যর্থ করিবার জন্য অবলম্বন করিবে, তাহা সহস্র ব্যক্তি সমবেত আক্রমন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যে উপায় অবলম্বন করিত তদপেক্ষা হীনতর হইবে। সুতরাং, **জ্ঞান-মূলক ত্রুটী** বশতঃ দোষ ঘটিয়া থাকে, এবং যথাযথ জ্ঞান ইচ্ছা-শক্তি বৃদ্ধি করে।

বোঝা বহনের অভ্যাস যাহাদের আছে, তাহারা জানে যে, কোন কোন বস্তু এরূপ আছে যাহা দেখিতে হাল্‌কা বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ভারি থাকে। এইরূপ বস্তু উত্তোলন কালে প্রথমতঃ লোকে বোঝা হাল্‌কা মনে করিয়া হস্তক্ষেপ করে, কিন্তু ভারি অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়া মাত্র সে পুনর্ব্বার অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই ভারি বস্তুটি উত্তোলন করিয়া ফেলে। দ্বিতীয়বার যখন সে উহা উত্তোলন করে, তখন তাহার মধ্যে অতিরিক্ত শক্তি উৎপন্ন হয় না। শক্তি প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে পরবর্ত্তী অবস্থায়ও তাহাই থাকে ; তবে কি কারণ বশতঃ প্রথমবার সেই বস্তু উঠাইতে পারে নাই, অথচ দ্বিতীয়বার চেষ্টার ফলে সে তাহা উত্তোলন করিল ?

ইহার কারণ এই যে আল্লাহতা'লা প্রত্যেক মানুষকেই **তারতম্য বা তুলনা-মূলক বোধ-শক্তি** প্রদান করিয়াছেন। সেই শক্তি মীমাংসা করে, কোন কাজের জন্য কতটুকু শক্তির প্রয়োজন। সমস্ত শক্তি হস্তে থাকে না, মস্তিষ্কে জমা থাকে। বিচার শক্তি যখন যতটুকু শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন বলিয়া নির্ণয় করে তখন মস্তিষ্ক ততটুকু শক্তিই সঞ্চালন করে।

যখন মানুষ কর্ম্ম-সংস্কারের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন বিচার শক্তি মীমাংসা করিয়া দেয় সেই সংস্কার সাধনের জন্য কতখানি চেষ্টা ও শক্তির প্রয়োজন। কোন কোন সময় সঠিক জ্ঞানভাব বশতঃ মানুষ 'কর্ম্ম-সংস্কার' করিতে সমর্থ হয় না, কারণ বিচার শক্তি জ্ঞানের অভাব বশতঃ নির্ণয় করিতে পারে না যে সেই কর্ম্ম-সংস্কারের জন্য কতখানি শক্তির প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন একটি পদার্থ বিষ বলিয়া যদি জানা না থাকে তবে জ্ঞানাভাব বশতঃ বিচার শক্তি তাহাকে সতর্ক করিবে না ; কিন্তু যদি বিষ বলিয়া তাহার জানা থাকে তবে বিচার শক্তি তাহাকে সতর্ক করিবে।

পাপের উৎপত্তি

বস্তুতঃ বিচার-শক্তি মানুষকে সতর্ক করে এবং জ্ঞানের অভাবে ইহাই তাহাকে অসতর্ক করে। জ্ঞানের অভাব বা সঠিক জ্ঞানের অভাব বশতঃ বিচার শক্তি যে ক্রিয়া করে, তদ্বারা 'গোণাহ্' বা পাপের উদ্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন কোন শিশু যদি এরূপ এক পাপ-প্রবণ লোক সমাজে প্রতিপালিত হয় যাহাদের বৈঠকে সর্ব্বদা আলোচনা হয় যে (১) মিথ্যা ব্যতীত জগতে চলা যায় না, (২) মিথ্যাই সকল উন্নতির একমাত্র উপায়, (৩) আজকাল কে সত্য কথা বলে, (৪) এযুগে মিথ্যা ব্যতীত কোন উন্নতি লাভ করা যায় না, তবে এইরূপ আলোচনার ফলে সেই শিশুর জ্ঞানও তদ্রূপই থাকিবে। ফলে, বড় হইলে যখনই তাহার মিথ্যা বলিবার সুযোগ ঘটিবে

এবং সে বিচার শক্তির নিকট মীমাংসা চাহিবে, তখন ইহা তাহাকে তৎক্ষণাৎ রায় দিবে,—মিথ্যা বল, ইহাতে দোষ কি? শিশু যখন সকলকেই পরনিন্দা করিতে দেখে তখন সে বড় হইয়া ঐরূপ কোন সুযোগ পাইলে সে মনে করে যে সেও যদি পরনিন্দা করে, তবে তাহার উপকার হইবে। তাহার শক্তি তখন তাহাকে বলে, সকলেই এরূপ করে ইহাতে দোষ কি? যদিও ইহা গোনাহ্, কিন্তু ইহা তেমন মহা পাপ নয়।

এজন্যই আমি বলিয়াছিলাম, **আমলের এস্‌লাহ্ সাধনে একটি বড় বাধা এই যে, কোন গোনাহ্ বড় এবং কোন গোনাহ্ ছোট মনে করা হয়।** এরূপ মনে করার ফলে কোন কোন গোনাহ্ ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাদের ধারণা এই যে সেই গোনাহ্ ছোট, তাহা করিলে দোষ কি? ফলে বিচার শক্তি বিদ্যমান থাকিতেও লোক এইরূপ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পাপ বিজয়ের জন্য যে শক্তির আবশ্যক তাহা প্রয়োগ করে না। যদি কোন বস্তু দশ বা বিশ সের ওজন হয় এবং সে ইহার ওজন ৫।৬ সের মনে করে, তখন দুই মণ বস্তু উত্তোলন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও প্রথমবার সে তাহা উত্তোলন করিতে পারিবে না। প্রথমবার তাহার না পারিবার কারণ ক্ষমতার অভাব নয়। তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা উত্তোলন করিবার শক্তি তাহার ছিল। বিচার শক্তি তাহাকে ভ্রান্ত অনুমান দ্বারা মস্তিষ্ককে স্বল্প-শক্তি প্রেরণের জন্য পরামর্শ দিয়াছিল বলিয়া সে অক্ষম হইয়াছিল। এইরূপ 'পাপ দূরীকরণের শক্তি' মানুষের থাকে, কিন্তু যখন পাপ সম্মুখে আসে এবং বিচার শক্তি বলে যে এই পাপে দোষ কি, ইহা সাধারণ পাপ এবং ইহাতে লাভ অনেক হইবে, তখন সেই পাপ বিদূরীত করিবার জন্য যতখানি শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক মস্তিষ্ক ততখানি শক্তি প্রেরণ করে না এবং সে পাপ করিয়া ফেলে।

কর্ম্ম-সংস্কারে কি কি প্রয়োজন

আমাদের ইচ্ছা শক্তি সুদৃঢ় হইলে, ইহা একজন শক্তিশালী কার্য্যাধ্যক্ষের ন্যায় স্বীয় শক্তি বলে দৈহিক দুর্ব্বলতার উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া তাহাকে আপনার ইচ্ছাধীন কাজ করিতে বাধ্য করিবে। যথার্থ জ্ঞান লাভ হইলে আমরা বিচার শক্তির ভ্রম জনিত অকৃতকার্য্যতা হইতে রক্ষা লাভ করিব। কারণ বিচার শক্তি কাজ সম্বন্ধে একটা অনুমান করে, কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্তি মূলক হইলে অকৃতকার্য্য হইতে হয়। কোন কোন সময় 'এস্‌লাহ' করিবার সুযোগ আর থাকে না এবং সেই কার্য্যের জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা বৃথা হয়। কখন কখন জ্ঞানাভাব বশতঃ 'ইচ্ছা শক্তি' কি করিতে হইবে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। এইরূপে কার্য্যশক্তি সুদৃঢ় হইলে তাহা ইচ্ছা-শক্তির অতি সামান্য ইঙ্গিতও গ্রহণ করে। যেমন, কোন স্ফূর্ত্তিবান পুরুষকে কোন কার্য্য করিতে বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়, এবং কোন অলস ব্যক্তিকে বলিলে সে সেই সামান্য কাজই অতি বড় মনে করিয়া শৈথিল্য করে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, 'কর্ম্ম-শক্তির দৌর্ব্বল্য' দুই প্রকার। একটি প্রকৃত এবং অপরটি অপ্রকৃত। অপ্রকৃত দৌর্ব্বল্যের দৃষ্টান্ত এই যে, কেহও এক মণ ওজনের বস্তু উত্তোলন করিতে পারে, কিন্তু কাজ করিতে অনভ্যস্থ বলিয়া সে সেই বস্তু উত্তোলন করিতে সঙ্কোচ বোধ করে। এমন ব্যক্তি কিছুকাল অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে তাহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে। প্রকৃত দৌর্ব্বল্যের দৃষ্টান্ত এই যে ১০।২০ সের অপেক্ষা অধিক ওজনের কোন বস্তু সেই ব্যক্তি আদৌ উত্তোলন করিতে পারে না। এমন ব্যক্তি দ্বারা যদি আমরা এক মনের বোঝা উত্তোলন করাইতে চাই তবে তাহাকে কোন সাহায্য প্রদান করিতে হইবে, অথবা তাহার বোঝা দশ দশ সের করিয়া বিভাগ করিতে হইবে।

বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কাহারো 'ইচ্ছা-শক্তি' উৎপন্ন করা আবশ্যক; কাহারো 'কর্ম্ম-শক্তি' উৎপন্ন করা প্রয়োজন। কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বোঝা শক্তির বহির্ভূত ভারি হইলে বহির্দ্দেশ হইতে সাহায্য আবশ্যক হয়।

কোন কোন ব্যক্তির 'আমলে' দুর্ব্বলতা থাকার কারণ তাহাদের মধ্যে 'ইচ্ছা-বৃত্তি বা সঙ্কল্পের অভাব। 'আমল' বা ব্যবহারিক জীবনে কাহারো জ্ঞানের অভাব বশতঃ, কাহারো কর্ম্ম-শক্তির অভাব বশতঃ দুর্ব্বলতা থাকে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের জন্য যে পর্য্যন্ত বহির্দ্দেশীয় উপকরণ সরবরাহ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ফল লাভ হয় না।

সাহাবাগণ (রাঃ) ও ইমানের ক্রিয়া

'ইচ্ছা-শক্তি' কি? কর্ম্মের হিসাবে ইচ্ছা-শক্তির অর্থ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। আমি যে বিষয় বর্ণনা করিতেছি ইহাতে ইচ্ছা-শক্তি **'ইমানের'** নামান্তর মাত্র। মানব হৃদয়ে প্রকৃত 'ইমান' ও আল্লাহতা'লার সহিত সম্বন্ধ থাকিলে মানুষের

সকল কাজই আপনাপনি নিষ্পন্ন হয় এবং সর্ব্ব-প্রকার বাধাই সহজ হইয়া যায়।

রসুল করিমের (সাঃ) প্রতি যাঁহারা ইমান আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব জীবনে কেহ কেহ চোর ছিল, ডাকাত ও ছিল, পাপীতাপী, 'ফাসেক', 'ফাজের' ছিল, কেহ কেহ তাহাদের মাতৃগণকে বিবাহ করিত বরং ওয়ারিসীসূত্রে গ্রহণ করিত; তাহারা তাহাদের মেয়ে সন্তানদিগকে বধ করিত, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্য পান করিত। মদ্য-পান তাহাদের শ্রেষ্ঠতম সম্মানের বিষয় ছিল। তাহারা আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতে হইলে কে কত অধিক মদ্যপান করে, তাহা লইয়া গর্ব্ব করিত। তাহারা এমন জোয়া-প্রিয় ছিল যে জোয়া খেলায় প্রতিযোগীতা তাহাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল। যখন কেহ গর্ব্ব করিতে চাহিত, তখন এই বলিয়া গর্ব্ব করিত যে সে তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি দ্যূত-ক্রীড়ায় নিঃশেষ করিয়াছে এবং তাহার নিকট অর্থ সমাগম হইলে সে সবই ইহাতে ব্যয় করে। ইমানের পূর্ব্বে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল; কিন্তু যখন তাঁহারা হজরত রসুল করিমের (সাঃ) প্রতি ইমান আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে 'ইচ্ছা-শক্তি' সমুৎপন্ন হইল, তখন তাঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পণ করিলেন যে তাঁহারা খোদাতা'লার মীমাংসা এবং তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা তাঁহারা এমন দৃঢ়তা, এমন সঙ্কল্পের সহিত করিয়াছিলেন যে ইহার সম্মুখে তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিল না। তাঁহাদের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা খোদাতা'লার জন্য ভীষণ হইতে ভীষণতর বিপদাবলী বরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং 'ইচ্ছা-শক্তি' তাঁহাদের আমলের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূরে নিক্ষেপ করিল, যেন প্রবল বন্যায় সামান্য তৃণ ভাসিয়া গেল।

মদ্যের নেশা কত সাংঘাতিক। যখন কোন মদ্যপায়ী মদ্যের নেশায় থাকে তখন সে কি করে বা না করে জ্ঞান থাকে না। কিন্তু 'ইমানের' ইচ্ছা-শক্তি দেখ। মোহাম্মদ (সাঃ) এর কতিপয় সহচর এক গৃহে মদ্য পান করিতেছিলেন। সেই গৃহের কপাট বন্ধ ছিল। তখনও মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই। মদ্যের একটি কলসী তাঁহারা নিঃশেষ করিয়াছিলেন এবং অপর একটি আরম্ভ করিতেছিলেন। এমন সময় রাস্তা হইতে কোন ব্যক্তির শব্দ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, "মোহাম্মদ (সাঃ) বলিতেছেন যে খোদাতা'লা তাঁহার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে অদ্য হইতে মদ্যপান নিষিদ্ধ।" এই শব্দ তাঁহাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে মদ্যের নেশায় বিভোর এক ব্যক্তি অন্যকে বলিল, "দরজা খোল, লোকটি কি বলিতেছে জিজ্ঞাসা কর।" তাঁহাদের মধ্যে একজন দরজা খুলিয়া ঘোষণার মর্ম্ম জানিতে চাহিল, কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি, তিনি ও পূর্ব্ববর্ত্তীর ন্যায় মাদকতায় জ্ঞান শূন্য ছিলেন গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি একটি লাঠি হাতে করিয়া মদ্য-পাত্রে সজোরে আঘাত করিলেন। মদ্য-পাত্র ফাটিয়া গেল। সঙ্গিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একি করিয়াছ? প্রথমতঃ এই আদেশের মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, মদ্যপান কোন অবস্থায় নিষিদ্ধ হইয়াছে?" তখন সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "আমি প্রথমতঃ মদ-পাত্র চুরমার করিব, পরে আদেশের ইতিবৃত্ত অবগত হইব। আমার কর্ণে এই ধ্বনি প্রবেশ করিয়াছে যে মোহাম্মদ (সাঃ) মদ্যপান নিষেধ করিয়াছেন। আমি প্রথমতঃ এই আদেশ প্রতিপালন করিব। পরে জিজ্ঞাসা করিব, কোন অবস্থায় এবং কি কি সর্ত্তে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর সাহাবাগণ এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে আমরা কি মহা প্রভেদ দেখিতে পাই। যাও গ্রাম্য বৈঠকে; যাও সহরের ক্লাব সমূহে; যাও বাজার সমূহে; সর্ব্বত্র দেখ মদ্য-পায়ীদের কি অবস্থা। তাহাদের না থাকে বুদ্ধি, না থাকে জ্ঞান, না থাকে বোধ-শক্তি। তাহারা কি বলে তাহাদের জ্ঞান থাকে না। তাহাদের হাত-পা অজ্ঞাতসারে নড়াচড়া করে। তাহারা না করে পিতামাতার 'পরওয়া', না ভাবে গবর্ণমেণ্টের কথা, না ''কে শিক্ষকদের স্মরণ; কিন্তু 'ইমান্' হজরতের (সাঃ) সাহাবাগণ মধ্যে এমন 'ইচ্ছা-শক্তি' উৎপন্ন করিয়াছিল যে তাঁহারা মাদকতায় মত্ত থাকিয়াও এক পাত্র শেষ করিবার পর অন্য পাত্র পানে উদ্যত অবস্থায় যখন শুনিতে পাইলেন যে মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন যে, খোদা মদ্য-পান নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নেশা দূরীভূত হইল। তাঁহারা মদ্য-পাত্র চুরমার করিলেন। তৎপর যে ব্যক্তি সেই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া যাইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রকৃত ব্যাপার কি? এই ইচ্ছা শক্তি, এই সঙ্কল্প এমন বস্তু যে ইহা সমুৎপন্ন হইলে কোন বাধা টিকিতে পারে না। সকলের উপর ইচ্ছা-শক্তি আধিপত্য লাভ করে।

অন্য কথায়, যথেষ্ট ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি 'আধ্যাত্মিক জগতের আলেক্‌জাণ্ডার' স্বরূপ। এইরূপ ব্যক্তি যে দিকে লক্ষ্য করেন সেই দিকেই বিজয় লাভ করেন। পর্ব্বত-তুল্য বিপদ-

রাশিও যদি তাঁহার সম্মুখে পড়ে তাহা পনিরের ন্যায় কর্ত্তিত হয়। সুতরাং যদি এরূপ 'ইচ্ছা-শক্তি' উৎপন্ন হয় এবং সাহাবাগণের ইমানের ন্যায় ইমান্ উদ্ভূত হয়, তবে কর্ম্ম-সংস্কারের জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না। 'নেক আমল' (পুণ্যকর্ম্ম) আপনাপনি প্রকাশ পায়।

আমেরিকায় মদ্য-পান

ইহার তুলনায় আমেরিকার অবস্থা দেখ; তথায় মদ্য-পান রোধের জন্য গবর্ণমেণ্ট কত চেষ্টা করেন, কিন্তু লোকের মনে 'ইমান' ছিল না বলিয়া সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। লোকে মদ্য-পানের অভাবে স্পিরিট পান আরম্ভ করে। তারপর আমেরিকার অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক অধিবাসী বহির্দ্দেশ হইতে অন্যায় ভাবে মদ্য আনয়ন করিয়া পান করিত। গবর্ণমেণ্টের আইন ছিল ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া কেহই মদ্য প্রাপ্ত হইবে না; এই আইনের ফলে সহস্র সহস্র ডাক্তারের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি লাভ করিল। তাহারা ফিস নিয়া সার্টিফিকেট দিতেন যে অমুক ব্যক্তির পরিপাক-শক্তি দুর্ব্বল, বা এমন কোন ব্যাধির উল্লেখ করিতেন যাহার নিমিত্ত মদ্য-পান আবশ্যক। বহু ডাক্তারের জীবিকা এইরূপ সার্টিফিকেট প্রদানে নির্ভর করিল। মদ্য পান নিষিদ্ধ বলিয়া আইন প্রনয়ন সত্ত্বেও লোকে নানা উপায়ে আইন ভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিত।

ইমান ও আইন

মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর প্রবর্ত্তিত আইন তখনও প্রচলিত হয় নাই, তখনও জনসাধারণ তাহা জানিতে পারে নাই, প্রথম ঘোষণা মাত্র হইয়াছিল, লোকে মদ্যের ভাণ্ডার সমূহ চুরমার করিল। লিখিত আছে মদিনার রাস্তাসমূহে মদ্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা কেমন মহাপ্রভেদ! আমেরিকাবাসী দাবী করিয়া থাকে যে তাঁহাদের দ্বারা জগতে এখন এক নব্য উন্নত জাতি কায়েম হইবে। তাঁহারা 'সুপারম্যান' (Superman) বা উন্নত জাতি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন এবং নিজদিগকে সাধারণ মানবগণ অপেক্ষা উচ্চতর মনে করে, কিন্তু যদিও তাহারা মদ্যপান অন্যায় বলিয়া অনুভব করে, এবং গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক আইনতঃ তাহা নিষিদ্ধ হয়, এবং ডাক্তারগণও ইহাকে অনিষ্টকর বলেন, তথাপি তাঁহারা ইহা ছাড়িতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে যাহাদিগকে তাহারা মূর্খ, অশিক্ষিত, বলিয়া নিন্দা করে তাঁহাদের মধ্যে আমরা এমন 'নৈতিক বল' দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যখন শুনিতে পাইল যে মোহাম্মদ (সাঃ) মদ্য-পান নিষেধ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ ইহা পরিত্যাগ করিল। ইহা সেই 'ইমান' যাহা সাহাবাগণকে (রাঃ) সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। আমেরিকাবাসিগণের নিকট শুধু আইন ছিল, কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) এর সম্মুখে 'ইমান' ছিল। এই নিমিত্ত আমেরিকাবাসী মদ্য-পান গর্হিত বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও ইহা পরিহার করিতে অসমর্থ হইয়াছে এবং সাহাবাগণ (রাঃ) অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মদ্য-ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জ্ঞান-শক্তি

বস্তুতঃ, যদি কাহারও মধ্যে দৃঢ় 'ইচ্ছা-শক্তি' থাকে তবে সর্ব্বপ্রকার বাধা আপনাপনি তিরোহিত হয়। ইচ্ছা-শক্তির পরই জ্ঞান-শক্তির স্থান। যদি কাহারও জ্ঞানশক্তি থাকে, তবে কর্ম্মের যে দুর্ব্বলতা থাকে তাহা দূরীভূত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন কোন ছেলে বাল্যকালে মৃত্তিকা ভক্ষণ করে। বড় হইলে তাহা করে না, কারণ, তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্যহানী করে।

বহু পাপ এবং কর্ম্ম সংক্রান্ত বহু দুর্ব্বলতা জ্ঞানের ত্রুটী বশতঃ প্রকাশ পায়। যদি এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞানবল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তবে সে অনেক গোনাহ্ হইতে বাঁচিতে পারে।

কর্ম্ম-শক্তি

'আমলের' ত্রুটির তৃতীয় কারণ কর্ম্ম-শক্তির অভাব। কোন কোন ব্যক্তির ইচ্ছা-শক্তি থাকে, জ্ঞান-শক্তিও থাকে, কিন্তু তথাপি 'আমলে' ত্রুটী প্রকাশ করে। কোন কোন ব্যক্তি জানে যে, খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ হইতে পারে এবং খোদাতা'লার নৈকট্য লাভের জন্য মনে মনে আগ্রহ ও সন্তাপ অনুভব করে; কিন্তু যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন জড় বস্তুর প্রেম বা জড় বিষয়ের ক্ষতির আশঙ্কা তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া পড়ে এবং তাহারা আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভের উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। এমন ব্যক্তিগণের জন্য আভ্যন্তরীণ নহে, বাহ্যিক চিকিৎসার প্রয়োজন। ছাদের কড়ি গুলি পড়িতে চাহিলে নিম্নে স্তম্ভ স্থাপন আবশ্যক হয়। তাহা না করিয়া উপরের দিকে মৃত্তিকা স্থাপন করিলে কড়িগুলি মৃত্তিকার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ভূপতিত হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কোন কোন সময় ছাদের উপর মৃত্তিকা স্থাপনও আবশ্যক হয়, কিন্তু কোন কোন সময় ছাদের কড়িগুলির নিম্নদেশে কোন স্তম্ভ সাহায্য স্বরূপ দাঁড় করান আবশ্যক।

সেইরূপ কর্ম্ম-শক্তির দুর্ব্বলাবস্থায় বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেই সাহায্য কি হইতে পারে। যাহার জ্ঞানের অভাব নাই তাহাকে খোদাতা'লার অসন্তুষ্টির ভয় প্রদর্শন বা খোদাতা'লার প্রেম লাভের প্রেরণা দান সাহায্য করিবে না। কারণ সে পূর্ব্বেই এসব জানে। ইচ্ছা-শক্তি ও তাহার মধ্যে আছে যদিও পূর্ণভাবে নয়। জ্ঞানও আছে, কিন্তু খোদাতা'লার প্রেম ও 'মহব্বত' এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি ও 'গজবের' ভয় তাহার হৃদয়ের মলিনতা বশতঃ তন্মধ্যে ক্রিয়া করিতে পারে নাই। এখন তাহার জন্য অন্য কিছুর আবশ্যক। খোদা তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত, কিন্তু মানুষ তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। এজন্য সে খোদাকে ভয় করে না, মানুষকে ভয় করে। সুতরাং এমন ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি আমরা তাহার মধ্যে মানুষের ভয় উদ্রেক করি, কিম্বা জড় শক্তির কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার 'এস্‌লাহ্' করি, তবে তাহারও 'এস্‌লাহ্' হইতে পারে।

তিন প্রকার ব্যাধি

বস্তুতঃ, এই তিন প্রকার লোকই জগতে বিদ্যমান। জগতে তিনটি ব্যাধিই আছে। (১) এমন কোন কোন ব্যক্তি আছে, যাহাদের 'আমলের দুর্ব্বলতার' কারণ তাহাদের 'কামেল ইমানের' অভাব। (২) কোন কোন ব্যক্তির আমলের দুর্ব্বলতার কারণ 'পূর্ণ জ্ঞানের' অভাব। (৩) কতক লোকের জ্ঞান ও ইমান আছে, কিন্তু অন্য কারণে তাহাদের চিত্তে এমন মরিচা ধরিয়াছে যে এই উভয় চিকিৎসাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহাদের জন্য বহির্দ্দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার প্রয়োজন। পায়ের হাড় ভঙ্গ হইলে ডাক্তার কাঠের সাহায্যে হাড় জোড়া দেন। ফলে, কিছু দিন অন্তর হাড় স্বস্থানে মজবুত হইয়া লাগিয়া যায় এবং সেই কাষ্ঠ সাহায্যের আর আবশ্যক থাকে না। এইরূপ ব্যক্তিগণের জন্যও সাহায্যের প্রয়োজন। যদিও প্রথমতঃ তাহাদের কাজ করিবার সাহস থাকে না, কিন্তু সাহায্য গ্রহণ করিতে করিতে পরিশেষে যথাযথ ভাবে কাজ করিবার শক্তি অর্জ্জন করে এবং আর সাহায্যের আবশ্যকতা করে না।

ইসলামের সজীবতা ও ইচ্ছা-শক্তিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য খোদাতা'লার নবিগণ জগতে আবির্ভূত হন এবং জীবন্ত জলন্ত, মো'জেযা বা ঐশী নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। আমাদের জমাতের নিকট আল্লাতা'লার এত নিত্য নূতন নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে যে তাহার তুলনা নাই। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মেই এখন খোদাতা'লার নিত্যনূতন বাণী জীবন্ত মো'জেযা বা ঐশী-নিদর্শন সমূহ এবং তাঁহার অস্তিত্ব প্রদর্শক চিহ্নাদি বিদ্যমান নাই যদ্বারা মানব-হৃদয় সর্ব্বপ্রকার মলিনতা হইতে পরিষ্কৃত এবং আল্লাহতা'লার 'মারেফত' বা বিশেষ জ্ঞানে অভিষিক্ত হইতে পারে, কিন্তু এই ইমান এই সমুদয় নিত্য নূতন মো'জেযা বা ঐশী নিদর্শন সমূহ থাকা সত্ত্বেও আমাদের জমাত 'আমল' ব্যাপারে দুর্ব্বল কেন?

আহ্‌মদীয়তের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার

আমি মনে করি এই দুর্ব্বলতার একটি কারণ আমাদের সেলসেলার ওলেমা ও বক্তাগণ উপরোক্ত বিষয় সমূহ প্রচারের দিকে এখন পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেন নাই। আমাদের আলেমগণ তর্ক যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে হজরত মসিহের (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে 'আহ্‌মদিয়তের প্রকৃত শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতে দেখা যায় না। ইহার ফলে আমাদের জমাতে এমন লোক-ত পাওয়া যায় যাহারা হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে প্রমানাদি জানে; কিন্তু এমন লোক খুব কম পাওয়া যায় যাহারা— হজরত মসিহ মউদ (আঃ) আমাদের সম্মুখে আল্লাহতা'লাকে কি ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি 'মারেফাত' ও 'মহব্বত এলাহী' বা আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ পরিচয় ও প্রেম লাভের জন্য কি পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য তিনি কি ভাবে তাকিদ করিয়াছেন এবং খোদাতা'লার তাজা কালাম (বাণ) ও 'মাজেযা' বা নিদর্শন সমূহ তাঁহার নিকট কিরূপ প্রতাপে প্রকাশিত হইয়াছে— তাহা জানে। হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয় দ্বারা 'আমলের এসলাহ্' হইতে পারে না। এ জন্য জমাত এদিকে দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমাদের জমাতের ওলেমাগণ এদিকে মনোনিবেশ না করিবেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা এবিষয়ে যদ্রূপ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য তদ্রূপ না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত জমাতের সেই ব্যক্তিগণ যাহারা ইচ্ছা শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ 'আমলের এস্‌লাহ্' করিতে পারে না, হাবুডুবু খাইতে থাকিবে।

ওলেমা ও যুবকদের প্রতি

যুবকদের মধ্যে কয় জন আছে, যাহাদের এই স্পৃহা আছে যে তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার 'এবাদত' করে এবং তাহারাও আল্লাহ্‌তা'লার 'কুরব' (নৈকট্য) লাভ করে, তাহারাও আল্লাহতায়ালার এলহাম (বাণী) পাওয়ার উপযুক্ত হয় এবং তাহাদের সঙ্গে ও আল্লাহ্‌তালা কথা বলেন? যদি প্রকৃত পক্ষে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) স্থান তাহারা জানিত, যদি তাহারা জানিত যে হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) হস্তে কত

সুমহান ঐশী নিদর্শন সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং খোদাতায়ালা কিভাবে তাঁহার সঙ্গে কালাম করিয়াছেন, তবে তাহারা এই স্থান লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তাহারা কাহাকেও উত্তম কাপড় পড়িতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। কাহাকেও ভাল টুপী পরিতে দেখিলে তাহারাও তেমন টুপি পরিতে চায়। সুতরাং যদি তাহারা যথার্থভাবে জানিত যে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার এলহাম নাজেল হইত, খোদাতালা তাঁহার জন্য নিত্য নূতন নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিতেন, তবে তাহাদের অন্তরেও আগ্রহ নিশ্চয়ই হইত, তাহারাও এ সমুদয় লাভের জন্য চেষ্টা করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, বাস্তবিকই কি তাহাদের মধ্যে খোদাতায়ালার 'অহি, এলহাম' বা বাণী লাভের উপযুক্ত হওয়ার জন্য সেই আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা কোন নবীর নিকটবর্ত্তী সময়ে বিশ্বাসিগণের থাকা উচিত? তাহারা সকল জিনিষেরই অনুকরণ করিতে চায়। মানুষ অন্যের নিকট ভাল জিনিষ যাহা দেখে, তাহাই পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার 'কুরব্‌ ও মোহাব্বত' (প্রেম ও নৈকট্য) লাভের কথা শুনিয়া আমাদের মনে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না কেন যে—আমাদের নিকটও 'এলহাম' হউক, আমাদের জন্যও খোদতায়ালা তাঁহার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করুন এবং আমাদিগকেও তাঁহার প্রেম ও 'মহব্বত' দ্বারা অভিষিক্ত করুন? আমাদের যুবকগণ এই যোগ্যতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না কেন? ইহার প্রধান কারণ, তাহাদের সম্মুখে এ বিষয়গুলি এরূপ প্রণালীতে উপস্থিত করা হয় না, যদ্দারা তাহারা বুঝিতে পারে যে **এই সমুদয় মহাসম্পদ লাভ সহজ ও সম্ভবপর।** প্রথমতঃ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার কি সম্বন্ধ তাহা তাহারা জানে না, বা জানিলেও তাহারা মনে করে যে, এ সমুদয় হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) 'বৈশিষ্ট' ছিল। কিন্তু ইহা ঠিক নয়।

সুতরাং যদি এই আগ্রহ আমাদের জমাতে সার্ব্বজনীনভাব ধারণ করে, তবে আমাদের জমাতের এক বৃহৎ অংশ হইতে গোনাহ্‌ অনেকখানি তিরোহিত হইতে পারে।

পাপ বিলোপের প্রথম উপায়

আমি একথা বলিতে পারি না যে এই উপায় অবলম্বনে পাপের 'সম্পূর্ণ' বিলোপ সাধন হইবে। কারণ ইহা বড় কঠিন বিষয়; কিন্তু পাপ 'অনেক খানি' দমন হইবে বা জমাতের অধিকাংশ এমন হইবে যাহারা পাপের উপর জয় লাভ করিবে। নতুবা কোন না কোন গোনাহ্‌গার প্রত্যেক জমাতেই থাকে, যেমন কোন না কোন রোগী ইয়ুরোপেও আছে। বস্তুতঃ, জমাতে অধিকাংশ লোক এমন উৎপন্ন হইতে পারে, যাহারা বাস্তবিকই 'নেক'; কিন্তু ইহা তখনই সম্ভবপর যখন আমাদের জমাতের ওলেমাগণ কাদিয়ানের বাহিরে যাইয়া হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যুর প্রতি জোর দেওয়ার ন্যায় জমাতের এসলাহ্‌র জন্যও প্রচেষ্টা করেন। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) দ্বারা তাঁহারা কি কি আশীষ ও বরকত লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিরূপে 'এলহাম' নাজেল হইত, তিনি আল্লাহতা'য়ালাকে কিরূপ ভালবাসিতেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সাহায্যের জন্য কিরূপ সুমহান নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিতেন এবং কিরূপে তাঁহার জন্য গয়রত প্রকাশ করিতেন এবং এসমস্তই সকলেই লাভ করিতে পারে, তাহা যদি বারম্বার জমাতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তবে নিশ্চয়ই জমাতের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে এবং জমাতের 'ইচ্ছাশক্তি' সুদৃঢ় হইতে পারে, এবং সকল পাপের উপর বিজয় লাভ ও চিরতরে পাপ হইতে রক্ষা লাভ হইতে পারে।

দ্বিতীয় উপায়

আত্ম-সংস্কারের অন্য সহায় জ্ঞান-শক্তি। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, ভ্রম ক্রমে কোন কোন 'গোনাহ্‌' ক্ষুদ্র এবং কোন কোন গোনাহ বড় মনে করা হয়। যে সকল গোনাহ্‌কে ক্ষুদ্র মনে করা হয়, তাহা চিত্ত মধ্যে জমাট হয়। যদি আমাদের ওলেমাগণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, কোন গোনাহ্‌ই ছোট নয়, প্রত্যেক গোনাহ্‌ই সাংঘাতিক বিষ, তবে জমাতের অনেক এস্‌লাহ্‌ হইতে পারে। বিশেষতঃ এইরূপ বক্তৃতা স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রদের নিকট সর্ব্বদা এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

জ্ঞানের ত্রুটি বশতঃ অনেক ভ্রান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের স্কুল সমূহে এ প্রকার জ্ঞান-মূলক দুর্ব্বলতা দূরীকরণের প্রতি কোন লক্ষ্য করা হয় না, বরং আখ্‌লাক (নৈতিক চরিত্র) বিনাশক শিক্ষা দেওয়া হয়। যেপর্য্যন্ত পুরাতন কবিদের (প্রেমমূলক) রচনাদি অভিশাপ স্বরূপ বর্জ্জন না করা যাইবে, যে পর্য্যন্ত ঐরূপ কবিত্ব-প্রীতির জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা না হইবে এবং যে

পর্য্যন্ত তদস্থলে চরিত্র গঠন-মূলক উত্তম কবিতাদি পড়ান না হইবে, সে পর্য্যন্ত এস্‌লাহ্‌ কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

তৃতীয় উপায়

তৃতীয় অবলম্বন বাহিরের সাহায্য। ইহা দুই প্রকার, যথা :—(১) পর্য্যবেক্ষণ ও (২) বাধ্যকতা। দৃষ্টান্তস্থলে, কোন বন্ধু নিকটে থাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে অমুক অন্যায় করিতে দিব না।" ইহা পর্য্যবেক্ষণ মূলক সহায়তা। অন্য প্রকার সহায়তা বাধ্যকতা মূলক,—যেমন দৈহিক শাস্তি, অর্থদণ্ড, বয়কট করা। এসব উপায়ে 'নেক আমল' করিবার জন্য বাধ্য করা যায়। ইহার ফলে, যদিও প্রথমতঃ বাধ্যকতা বশতঃ 'নেক কাজ' করিবে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইমান উৎপন্ন হইতে থাকিবে এবং পরে সন্তোষ ও চিত্ত-প্রসন্নতা সহকারে পুণ্যার্জ্জন করিতে থাকিবে।

এই উপায়গুলি অবলম্বনে দুষ্ক্রিয়ার প্রতিকার হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আমলের এস্‌লাহ্‌ কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না—অর্থাৎ (১) ইমান উৎপাদন (২) জ্ঞান উৎপাদন, (৩) পর্য্যবেক্ষণ ও (৪) বাধ্যকতা এই চারিটি উপায় অবলম্বন ব্যতীত কখনও সমগ্র জাতির এস্‌লাহ্‌ সম্ভবপর নয়। জগতে এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, যাহাদের 'ইমান-শক্তি' নাই। এমন লোকের অন্তরে ইমান-শক্তি উৎপন্ন করিলে তাহাদের 'কর্ম্ম' (আমল) ঠিক হইয়া যায়; কিন্তু এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, যাহারা জ্ঞানাভাব বশতঃ 'গোনাহ্‌' করিয়া থাকে। তাহাদের জন্য প্রকৃত জ্ঞান আবশ্যক। এক শ্রেণীর লোক 'নেক আমল' করিবার নিমিত্ত অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকে। তাহাদের কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। তারপর, সর্ব্বাপেক্ষা অধঃপতিত শ্রেণীর লোকের জন্য দণ্ডের প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শাস্তি না দেওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত, তাহাদের এস্‌লাহ্‌ হইতে পারে না।

যদি আমরা এই চারিটি উপায়ই অবলম্বন করি, তবে আমরা কৃতকার্য্য হইব। কারণ যে যুগে ধর্ম্মের সঙ্গে **রাজ-শক্তি'** বা তরবারি না থাকে, সেই যুগে এই চতুষ্প্রকার প্রতিকারই প্রয়োজন। এই চারি প্রকার উপায়ের শেষ দুইটির তফসিল এবং কি প্রকারে তাহা কাজে লাগান যাইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে তাহা **তহ্‌রিক-জদিদের দ্বিতীয়াংশের অন্তর্গত**। সেই তহ্‌রিক উপস্থিত করিবার সময় আমি তাহা বর্ণনা করিব, কিন্তু মূল-সূত্র আমি বলিয়া দিয়াছি। বন্ধুগণ তদ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন, কিন্তু দুইটি বিষয় এমন, যাহা এখনই কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

প্রথম বিষয়

প্রথম বিষয় যাহা এখনই কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা এই যে হজরত মসিহ মউদ (আঃ) এর নিদর্শনসমূহ, তাঁহার অহি এল্‌হাম্‌, আল্লাহ্‌তা'লার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই সমুদয় বিষয় লোকের নিকট বারম্বার বর্ণনা করিতে হইবে। আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্যে ফল কি, তাঁহার প্রেম মানুষ কিরূপে লাভ করিতে পারে, যখন কোন মানুষ তাঁহার প্রেম লাভ করে তখন খোদাতা'লা তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন, ইত্যাদি বিষয় লোককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

হজরত ইসা (আঃ) জীবিতাবস্থায় আকাশে উপবিষ্ট থাকুন। তাঁহার আকাশে জীবিত উপবেশন এতটা ক্ষতি জনক নহে, যতটুকু ক্ষতি আমাদের হৃদয় হইতে খোদাতালার প্রতি ঈমান ও ভালবাসা তিরোহিত হওয়ায় সম্ভবপর। অতএব, লোকের হৃদয়ে খোদাতালার ঈমান ও ভালবাসাকে সঞ্জীবিত না করিয়া হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যুতে জোর দেওয়ায় লাভ কি?

আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের ওলেমাগণ হজরত ইসাকে (আঃ) মৃত সাব্যস্ত করিতে তৎপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লাকে জীবিত করিতে অর্থাৎ মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভালবাসা জন্মাইতে চেষ্টা করেন না।

জীবন্ত মো'জেজা

প্রকৃত 'ইমান' জন্মাইবার চেষ্টা না করিলে শুষ্ক যুক্তি-তর্ক দ্বারা লোকের হৃদয়ে ক্রিয়া হইতে পারে না। যাহাদের নিকট আল্লাহ্‌-তা'লার জীবন্ত জলন্ত মোজেজা বা ঐশী নিদর্শন সমূহ আছে এবং যাহারা অভিজ্ঞতা (মুসাহেদা) ও (রোয়াতের) দিক দিয়া খোদাতা'লার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাঁহাদের শুষ্ক যুক্তি-তর্ক দ্বারা খোদাতা'লার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার আবশ্যক কি? সূর্য্যোদয়ের পর যদি কেহ যুক্তি তর্ক দ্বারা সূর্য্যোদয়ের প্রমাণ করিতে আরম্ভ করে, সে বাস্তবিকই নির্ব্বোধ। সূর্য্য উদয়ের পরও যদি কেহ ইহার প্রমাণ চায়, তবে তাহার একমাত্র প্রতিকার এই যে তাহার মুখ সূর্য্যের দিকে করিয়া বলিয়া দিতে হইবে "ঐ সূর্য্য।"

খোদাতা'লাও এখন আমাদের সম্মুখে পূর্ণ জ্যোতিঃ সহকারে উপস্থিত। তিনি প্রকাশ্যতঃ সকল গুণাবলী সহ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন এবং হজরত মসিহ মউদ (আঃ) এর দ্বারা তাঁহার সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি আমাদের বক্তা ও প্রচারকগণ শুষ্ক যুক্তি তর্ক উপস্থিত করেন, তবে তাঁহাদের চেয়ে নির্ব্বোধ আর কে? এমতাবস্থায় একটি মাত্র প্রতিকার সম্ভবপর। লোকের মুখমণ্ডল উর্দ্ধমুখী করিয়া দিয়া বলিয়া দেও, "দেখ ঐ খোদা, যিনি তাঁহার জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দ্বারা জগতে তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।" ইহাই জমাতের 'কর্ম্ম-শক্তি' মজবুত করিতে পারে। ছেলে, পুরুষ, স্ত্রীলোক, এবং নব-দীক্ষিত আহ্‌মদিগণের সম্মুখে এসমুদয় কথা পেশ কর। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার 'জালাল' (প্রভাব-প্রতাপ) কিরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আল্লাহ্‌তা'লার 'কুরব' (নৈকট্য) লাভের কি উপায়, আল্লাহতা'লার প্রেম কিরূপে লাভ করা যায়—তাহা তাহাদিগকে বল। অতঃপর, দেখিতে পাইবে এই তরুণদেরও খোদাতালার মিলন লাভের আগ্রহ জন্মিবে এবং তাহারা ক্রমেই তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত যাহাদের 'জ্ঞানের অভাব' এই উপায় অবলম্বনে তাহাদের জ্ঞানের ত্রুটীও বিদূরীত হইবে।

খলিফা ও জমাতের সংগঠন

এখন ত সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও 'এবতেলা' বা পরীক্ষা উপস্থিত হয় এবং পতন ঘটে। দৃষ্টান্ত স্থলে, পাঁচ টাকা কেহ কাহারও নিকট পাইবে; তাহা দেনাদার আদায় করিল না। সমসাময়িক 'খলিফার' নিকট সেই বিষয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই টাকা তাহার নিকট হইতে ওসল করাইয়া দিলেন। এই সামান্য বিষয়ে সেই ব্যক্তির পদস্খলন ঘটিল। সে লোকের নিকট বলিতে আরম্ভ করিল, "খলিফা পাঁচ টাকা আমার নিকট হইতে অন্যায়ভাবে অন্যকে দেওয়াইয়াছেন।"

যদি মোবাল্লেগ ও ওয়ায়েজগণ বারম্বার জমাতের কানে এই কথাগুলি উপস্থিত করেন যে, পাঁচ টাকা কেন, পাঁচ হাজার, পাঁচ লক্ষ, কিম্বা পাঁচ অর্ব্বোদ টাকা, এমনকি **যদি সমগ্র জগতের প্রাণগুলি খলিফার একটি মাত্র আদেশে 'কোরবান'** করিতে হয়, তাহাও অকিঞ্চিতকর, কিছুই নয় এবং কখনও উল্লেখ যোগ্য নহে, তবে এরূপ 'এবতেলা' বা পরীক্ষা জামাতের কোন কোন লোকের হয় কেন? যদি তাহাদিগকে বারম্বার বলা হয় যে 'সমস্ত বরকত ও আশীষ' 'নেজাম' * পালনের উপর নির্ভর করে এবং যখন খোদাতা'লা কোন জাতির নেজাম বিনষ্ট করেন এবং জাতিয় সংঘবদ্ধতা না থাকে, তখন ইহার তাৎপর্য্য এই যে খোদাতা'লা সেই জাতির প্রতি তাঁহার **'লানৎ' বা অভিশাপ** প্রেরণ করিতে চান—যদি এই সমস্ত কথা প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক স্ত্রীলোক এবং ছেলে বৃদ্ধ সকলকেই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের চিত্তে এসমস্ত কথা অঙ্কিত হইয়া যায়, তবে 'জ্ঞানাভাব' বশতঃ লোকের যে সমস্ত পদ-চ্যুতি ঘটে তাহা কখনও ঘটিতে পারে না।

খোদাতা'লা মহামান্য কোরাণ শরীফে বলেন যে 'খলিফাগণ' যে সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তিনি **'জগতে প্রতিষ্ঠিত'** করেন। তিনি বলিয়াছেন,

وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم

অর্থাৎ, "যে ধর্ম্ম, যে সূত্র ও নীতি **'খলিফাগণ'** জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, আল্লাহ্‌ আপনার দিব্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা তিনি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেনই।" সর্ব্বাধিক দায়িত্ব ওলেমাগণের। যদি আমাদের ওলেমাগণ আপন লোকদের 'আমলের এস্‌লাহ্‌' অন্যান্যদের 'আকিদার এস্‌লাহ্‌র' সমান মনে করেন, তবে কিছু দিনের মধ্যেই মহাপরিবর্ত্তন সাধন হইতে পারে এবং ইহার ফলে অপর পদক্ষেপ আমাদের জন্য সহজ হইতে পারে।

আমাদের কার্য্য-পদ্ধতি

আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশের সম্বন্ধ **তাহরিক জদীদের দ্বিতীয়াংশের** সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহা তখনই বলা ঠিক হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের জমাতের ওলেমাগণ লোকদিগকে তৈয়ার করিতে পারেন। যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা 'এলম্‌ ও ফহ্‌ম' (জ্ঞান ও বুদ্ধি) দিয়াছেন এবং যাঁহাদের অন্তঃকরণে খোদাতা'লার ভয় আছে এবং খোদাতা'লার প্রেম ও মোহব্বত লাভের নিমিত্ত যাঁহারা আগ্রহ অনুভব করেন, তাঁহারা লোকদিগকে প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তাহাদের কর্ম্ম-সংস্কারে সাহায্য করিতে পারেন এবং আমার কাজে সহায়তা করিয়া খোদাতা'লার দৃষ্টিতে সময়বর্ত্তী **খলিফার নায়েব** হইতে পারেন।

কার্য্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে—(১) হজরত মসিহ্‌ মউদ (আঃ) এর 'বরকত' ও তাহার 'ফয়েজ' (আশীষ দান সমূহ) লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে, (২) খোদাতায়ালার জীবন্ত জলন্ত নিদর্শনসমূহ বারংবার স্মরণ করাইতে হইবে। (৩) আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায় লোকদিগকে শিক্ষা দিতে

* খলিফার আজ্ঞাপালন ও তাঁহার নেতৃত্বাধীনে জমাতের সংগঠনের নিয়মানুবর্ত্তিতা

হইবে। (৪) ওয়াক্তের **খলিফার** অনুবর্ত্তীতা এবং 'নেজাম' বা জমাতের সংগঠনের নিয়মানুবর্ত্তীতা ও আদেশ পালনের জন্য জমাতকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

মসিহের মৃত্যু ও 'খত্‌মে নবুওত' সংক্রান্ত প্রশ্ন, এলম বা সাধারণ জ্ঞান-মূলক বিষয়, এবং আমি যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহা 'আমল' ও 'এরফান' বিষয়ক। 'এলম' (সাধারণ জ্ঞান) এবং 'এরফান' (তত্ত্ব-জ্ঞান) স্বতন্ত্র জিনিষ। মসিহের মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় শত্রুদের জন্য আবশ্যক এবং 'এরফান' ও 'আমল' (তত্ত্ব-জ্ঞান ও কর্ম্ম) আমাদের জমাতের জন্য আবশ্যক। কিন্তু আমাদের ওলেমাগণের সমস্ত দৃষ্টি গয়র-আহমদিগণের প্রতি, নিজেদের জমাতের প্রতি নহে। কিন্তু যদি তাঁহারা কল্‌বের এস্‌লাহ' বা **চিত্ত সংস্কার** করেন, লোকের মনে এরফাণ এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রেম ও মহব্বত উৎপন্ন করেন, তবে কোটি কোটি মানব আহমদীয়ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবে। আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই বলিয়াছেন,

اذا جاء نصر الله و الفتح و رايت الناس يدخلون فى دين الله افوا جا فسبح بحمد ربك و استغفره -

অর্থাৎ যদি তোমরা **তবলীগ** দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার কর, তবে এক জন দুইজন করিয়া লোক তোমাদের নিকট আসিবে; কিন্তু যদি 'এস্তেগ্‌ফার' ও 'তসবিহ' কর এবং আপন জমাত হইতে গোনাহ্‌ দূরীভূত কর, তবে দলে দলে লোক তোমাদের সঙ্গে যোগদান করিবে।

সুতরাং আমি যে উপায়ের কথা বলিতেছি, তাহা অবলম্বনে কোটি কোটি মানব সেলসেলায় প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যে পন্থা তোমরা অবলম্বন করিয়াছ তদ্বারা শত শত বৎসরেও আমাদের জমাত সমগ্র জগতে প্রসারিত হইতে পারে না। আমি একথা বলি না যে মসিহের মৃত্যু প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞান-মূলক বিষয়গুলি বর্ণনা করার আবশ্যক নাই। তাহাও প্রয়োজন। তাহা প্রাথমিক অস্ত্রস্বরূপ। তাহা কুঠারস্বরূপ পর্ব্বত ছেদন স্বরূপ। কিন্তু আমি যে উপায়ের কথা বলিয়াছি, তাহা পর্ব্বতের নিম্নে 'ডিনা-মাইট স্থাপন স্বরূপ।

তাহরিক জদীদের দ্বিতীয় অংশ

তাহরিক জদিদের দ্বিতীয় অংশ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমি আশা করি ওলেমাগণ জমাতকে প্রস্তুত করিবেন যেন সময় মত কেহ ফেইল না হইয়া যায়। ইহা আল্লাহ্‌র কাজ। যে কোন অবস্থায়, যে কোনরূপে ইহা হইবেই হইবে। যদি তাহরিক জদীদের দ্বিতীয়াংশ উপস্থিত করিবার কালে ১০।২০ জন পদচ্যুত হইয়া 'মুরতাদ' হইয়া যায়, তবে তাহাদের 'এরতেদাদও' আমাদের কষ্টের কারণ হইবে। কাহারও সহস্র সন্তান হইলেও সে কোন একটি সন্তানের মৃত্যু পছন্দ করিবে না। আমরা কখন ইহা পছন্দ করিতে পারি যে জামাতের এস্‌লাহের জন্য কোন কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, তখন কেহও 'মুরতাদ' বা পথ-ভ্রষ্ট হয় ?

দোয়া

অতএব, বন্ধুগণ দোয়া করিতে থাকিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা আমাদের জমাতের 'কল্‌ব' (চিত্ত) সমূহের 'এস্‌লাহ' (সংশোধন) করেন এবং তৎসম্পর্কিত সকল প্রকার দোষ ত্রুটী দূর করেন, যেন আমলের এস্‌লাহের জন্য পদক্ষেপ করিলে সকলেই "লাব্বায়ক" "হাজির আছি, হাজির আছি' বলিয়া অগ্রসর হন এবং আন্তরিক স্পৃহা ও সন্তুষ্টিসহ কার্য্যে ব্রতী হন এবং অন্য কাহারও তাগিদ করিবার আবশ্যক না থাকে।

আহ্‌মদীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।
প্রত্যেক শিক্ষিত ভ্রাতা স্বয়ং গ্রাহক হউন।

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী

(১)

'কাজা'ও কদর বা নিয়তির উপর কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিও না

একথা উত্তমরূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক যে খোদাতা'লা তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির দুইটি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। কখনো তিনি আপন ইচ্ছা মানুষকে স্বীকার করাইতে চান, আবার কখনো তিনি মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করেন। সর্ব্বদাই মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সাধিত হয় না। যদি এরূপ মনে করা হয় যে খোদার ইচ্ছা সর্ব্বদাই মানুষের ইচ্ছানুযায়ী হইবে, তবে পরীক্ষা কোথায় থাকে? আরাম, ভোগবিলাস, ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে দুঃখে পতিত হইতে কে চায়? যাহার কয়েকজন পুত্র আছে, সে কবে তাহাদের মৃত্যু কামনা করিতে পারে? কে চায় তাহার আনন্দ ও উল্লাস দুঃখ-বিপদে পরিণত হয়? আল্লাহ্‌তা'লা মানবের উন্নতি কল্পে ও তাহার আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটী প্রকাশ পাইবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। অনেকে পরীক্ষাকালে নানা প্রকার অবাস্তব কথা সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন তাহাদের মনে নানাপ্রকার অলীক ধারণা ও সন্দেহ জন্মিতে থাকে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় এই যে

فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا - ولهم عذاب عظيم

তাহাদের অন্তঃকরণে রোগ থাকে, অতঃপর আল্লাহ্‌তালা তাহা বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদের মিথ্যাচরণের দরুণ তাহাদের জন্য কঠোর দণ্ড রহিয়াছে।

স্মরণ রাখিও, খোদাতালার সঙ্গলাভ অতীব মহান। যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে কাহারো কোন সন্তান, কোন ধন না থাকে, তথাপি খোদা পরম ধন। যাহারা তাঁহারই হইয়া যান, তাঁহাদিগকে তিনি ধ্বংস করিয়াছেন এরূপ কখনো হয় নাই। তাঁহার পরীক্ষায় 'এস্তেক্‌লাল্‌' (ধৈর্য্য ও সাহস) অবলম্বন আবশ্যক। স্মরণ রাখিও, পরীক্ষা দ্বারাই মানুষ সুমহান আধ্যাত্মিক পদগুলি লাভ করে। ত্রুটীপূর্ণ নামাজ ও পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রণিপাত কিছুই নয়। মোমেনের উচিত খোদার কাজা ও কদর (বিচার ও বিধান) সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করা বরং আল্লাহ্‌তা'লার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিতে শিক্ষা করা। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই আমার নিকট সিদ্দিক, সহীদ ও সালেহ্‌।

(আল-হাকাম, ২৪শা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ খৃঃ)।

(২)

যীশুখৃষ্ট ও হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)

মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি নিজকে খোদা বলিয়া মনে করে আমি তাহার ঘোর শত্রু। আমি হজরত মসিহ ইব্‌নে মরিয়মকে (আঃ) খোদার দাবী করা জনক অপবাদ হইতে মুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। আমি এরূপ দাবীকারককে সর্ব্ব-নিকৃষ্ট পাপী বলিয়া জানি। আমি জানি, আমাকে দেখান হইয়াছে যে, মরিয়ম তনয় মসিহ্‌ (আঃ) এই অপবাদ হইতে মুক্ত। তিনি 'রাস্তবাজ', সাধু মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কয়েকবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রত্যেকবারই তিনি তাহার নম্রতা ও খোদা-ভক্তি (উদিরত) প্রকাশ করিয়াছেন। একবার আমি ও তিনি আধ্যাত্মিক স্বপ্ন জগতে যাহা প্রকৃত পক্ষে জাগ্রত অবস্থা ছিল, একস্থানে উপবেশন করিয়া একই পেয়ালায় গো-মাংস ভক্ষণ করি। তিনি বিনয় ও প্রেমের সহিত আমার নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি আমার ভাই। তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমার একজন ভাই মনে করি। সুতরাং আমি যাহা দর্শন করিয়াছি, তদনুসারে আমার বিশ্বাস তিনি আমার ভাই। যদিও ঐশ্বরিক জ্ঞান ও বিবেচনায় তাঁহার চেয়ে অধিক কার্য্যভার আমার প্রতি সমর্পিত হইয়াছে এবং আমাকে অধিকতর অনুকম্পা ও আশীষ, ফজল ও করমের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি আমি ও তিনি রুহানী হিসাবে একই মৌলীক বস্তুর দুইটি অংশ বিশেষ। এই হিসাবে আমার আগমন ও তাঁহার আগমন একই কথা। যে আমাকে অস্বীকার করে, তাঁহাকেও অস্বীকার করে। তিনি আমার দর্শন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া প্রফুল্ল না হয়, সে আমাদের মধ্য হইতে নয়, সে আমার হইতেও নয়। মসিহ্‌ইবনে মরিয়ম (আঃ) আমা হইতে এবং আমি খোদা হইতে। ধন্য সে, যে আমাকে চিনে এবং হতভাগ্য সে, যাহার চক্ষের অন্তরালে আমি।

(মক্‌তুবাতে আহ্‌মদীয়া, ৩য় খণ্ড, ১১৮ পৃঃ)

"আন্‌সারুল্লাহ্‌" *

মোমেন ও বিরুদ্ধ আন্দোলন

বিরুদ্ধ আন্দোলনে মোমেন সন্তুষ্ট হয়, দুঃখিত হয় না। কবি গর্ব্বভরে প্রেমিক প্রেমিকার দুঃখর বরণ বর্ণনা করেন। সেখানে কোন পুরস্কারের কথা, অর্থের লালসা থাকে না। সেখানে থাকে শুধু প্রেম এবং প্রেমের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ ও তাহাতেই সুখ ও শান্তি লাভ ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই প্রকৃত প্রেমে যেখানে আমাদের 'মৌলা', আমাদের খোদা, আমাদের প্রভু আমাদের প্রেমাস্পদ, সেখানে আমাদের প্রেমাস্পদ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার হওয়া সত্ত্বেও লোকে ভাবে তাহাদের অর্থ পাওয়া চাই, সর্ব্ববিধ দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি হওয়া চাই; অথচ সেই প্রেম কিছুই নহে যাহাতে ব্যথা নাই, সেই 'মহব্বত' কিছুই নহে যাহাতে তাপ নাই। কবি বলিয়াছেন, ব্যথা ব্যতীত ভালবাসার আনন্দ পাওয়া যায় না। খোদার পথে দুঃখ ভোগ ক্ষোভের বিষয় নহে, ইহা পরম আনন্দের বিষয়। বিগত জলসায় আমি একজন 'মজযুব' প্রকৃতির ক্ষীণকায় ব্যক্তির কথায় সর্ব্বাধিক সুখ অনুভব করিয়াছিলাম। সে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সকলের মিলনের পর সে 'মোসাফা' (করমর্দ্দন) করিয়া বলিতে লাগিল "আমি আমার গ্রামে একাকী আহমদী, একাকীই আমি লোকের গালি ও মারপিটে আনন্দ উপভোগ করি।" সে এই কথা পাঞ্জাবী ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর করিয়া বলিতেছিল। তাহার চেহারা হইতে বুঝা যাইতেছিল, বাস্তবিকই সে ঐরূপ যাতনায় আনন্দ অনুভব করে।

একদিকে আল্লাহতা'লার প্রেমের দাবী করা এবং অন্য দিকে লোকের গালাগালি ও মারপিটকে ভয় করা এই দুইটি বিষয় একত্র সম্মিলিত হইতে পারে না। ইতিহাসে পাওয়া যায়, অনেক সাহাবা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে সেই যুগ কত ভাল, কত বরকত পূর্ণ ছিল, যখন তাঁহারা শত্রুদের হস্তে নির্য্যাতিত হইতেন।

ঐশী প্রেমের স্বরূপ

আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সন্তান না থাকিলেও আমরা প্রত্যেকেই অবশ্য এক কালে সন্তানরূপে প্রতিপালিত হইয়াছি। আমরা খুব বুঝিতে পারি, মাতৃ-পিতৃ প্রেম তখনই সর্ব্বাধিক আত্ম বিকাশ করে, যখন সন্তান কোন দুঃখ প্রাপ্ত হয়, কিম্বা তাহার পীড়া জন্মে। সেইরূপ যখন খোদাতা'লার বান্দাগণকে অপর বান্দা দুঃখ দেয়, তখন খোদাতা'লা মাতা-পিতার ন্যায় সন্তানকে আলিঙ্গন করেন। তাঁহার হস্ত আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহার প্রেমকে আমরা দেখিতে পাই। অবশ্য ليس كمثله شئ 'তাঁহার ন্যায় কিছু নাই।' তিনি অনুপম, তাঁহার না আছে হস্ত না আছে পদ ; কিন্তু যে প্রেম ভরে তিনি **বান্দার প্রতি লক্ষ্য করেন তদপেক্ষা শানদার ও মহত্তর প্রেমের বিকাশ ভবের কোন মাতা-পিতায় সম্ভবপর নহে।**

বদর যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোক সন্তান হারা হইয়াছিল। রসুল করীম (সাঃ) দেখিলেন যুদ্ধের পর সে উৎকণ্ঠায় এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতেছে। পরিশেষে অনুসন্ধান করিতে করিতে সে তাহার সন্তান পাইল। সে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া একদিকে বসিয়া পড়িল। তাহার চেহারা হইতে একদিকে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তখন রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার সাহাবাগণকে বলিলেন, 'ঐ লোকটিকে দেখ, সে কিরূপ উৎকণ্ঠায় ছুটাছুটি করিতেছে এবং এখন সন্তান প্রাপ্ত হইয়া সে কত শান্ত হইয়াছে।' আরো কহিলেন, 'এই মা তাহার সন্তান প্রাপ্ত হইয়া তেমন প্রফুল্ল হইতে পারে নাই যেমন কোন গোনাহ্‌গার বান্দা 'তাওবা' † করিলে আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হন।'

হৃদয়ই প্রেমের আবাস-স্থল

স্মরণ রাখিবে ধর্ম্ম প্রেমেরই নাম। প্রেম না হইলে দার্শনিক ভাবাদি আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। মস্তিষ্ক নয়, মন আমাদিগকে সুশান্ত করে। এজন্য কোরান মজিদ মনকে মস্তিষ্কের উপর স্থান দেয় এবং মনকেই আল্লাহ-তালার জ্যোতিঃ প্রকাশ স্থল বলিয়া নির্দ্ধারিত করি। প্রেমের বেদনা মানুষ অন্তঃকরণ মধ্যে অনুভব করে, সেই বেদনা ঐশী প্রেমের হউক কিম্বা স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সংক্রান্ত ঐহিক প্রেমই হউক। 'প্রেম মানব হৃদয়ে জন্মে',—কোরানের এই কথাটি বৈজ্ঞানিকেরা ভ্রমাত্মক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা

---

* হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা) প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম। অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

† অর্থাৎ কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হইয়া খোদাতালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন।

বলেন প্রেমের উৎপত্তি স্থান মস্তিষ্ক। আমরা তাঁহাদের বিজ্ঞান নিয়া কি করিব? আমরা যখনই বেদনা অনুভব করি, মস্তিষ্কে অনুভব করি না। যখন কোন প্রেমাস্পদের জন্য মানুষ উদ্বেগ অনুভব করে তখন সে বক্ষেই হাত দেয়, মাথায় হাত রাখে না। প্রেমাবেগে অতিষ্ঠ মানুষ হৃৎপিণ্ডের উপর হস্তস্থাপন করিয়াই বলে, 'হায় আমার অন্তরে কি হইল।'

স্বীকার করি মস্তিষ্কেও ভাবের উদয় হয়, কিন্তু যে প্রেম মানুষকে পবিত্রতা প্রদান করে, তাহা হৃদয় মধ্যে উদ্গত হয়। সেখানেই এমন কিছু হয়, যাহার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি না যে তাহা কি? ডাক্তারদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই, বৈজ্ঞানিকের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমরা ডাক্তার কিম্বা বৈজ্ঞানিক হওয়ার দাবী করি না, কিন্তু আমরা ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, মনে কিছু নিশ্চয়ই সংঘটিত হয়। আমরা ব্যক্ত করিতে পারি না যে তাহা কি, কিন্তু তাহা হয় মনের মধ্যেই।

ঐশী প্রেমিকের পরিচয়

যদি কোন স্থানে আমাদের জমাতের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যে সকল আহমদী এইরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন, প্রকৃত প্রেমিকের নিকট তাঁহারা কৃপার পাত্র নহেন, বরং **প্রশংসার যোগ্য**। মূর্খ তাহারা, যাহারা বলে, 'হায় তাহাদের এরূপ ঘটিয়াছে।' প্রকৃত প্রেমিক, তিনিই যিনি বলেন, "বাহ্‌বা দুঃখ-নিপতিত অমুক ব্যক্তি খোদাতা'লার 'কুরব্' বা নৈকট্য লাভের ঘাটগুলি কেমন অতিক্রম করিতেছেন! খোদার 'ফজল' তাহাকে কেমন আকর্ষণ করিতেছে! সে কেমন খোদার ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতেছে!"

রসুল করিম (সাঃ) বলেন,—সর্ব্বাপেক্ষা নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি সর্ব্বাধিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। সুতরাং দুঃখ কষ্ট ভোগ ইহারই লক্ষণ যে তিনি এরূপ মানুষকে উন্নত করিতে চান অবশ্য যদি তাহারা ইহার সম্মান করে এবং যদি বিপদ উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌তালার সেলসেলা প্রসারের জন্য আরো অধিকতর চেষ্টা করে।

একজন বুজুর্গ (সাধুপুরুষ) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, লোকে তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে আরম্ভ করে। তিনি প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করিয়া চুম্বন পূর্ব্বক বলেন, "এগুলি আমার বন্ধুর প্রেমের পরিচিহ্ন।" সুতরাং দুঃখ-কষ্ট কিছুই নয়। যদি অন্তরে ভালবাসা থাকে, তবে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট মানুষের জন্য সুখকর হইয়া পড়ে। আমরা খোদার হইয়া থাকিলে বিপদকালে আমাদের ভয় পাওয়ার কি আছে? খোদার বান্দা যে হয়, সে একটি মাত্র কথাই জানে, "যেখানে বন্ধু রাখিবেন, সেখানেই সন্তুষ্ট থাকিব। যদি তিনি আমাকে দুঃখে রাখিয়া সন্তুষ্ট হন, তবে ইহাতে আমি সন্তুষ্ট। যদি আরামপূর্ণ জীবন প্রদানে তিনি সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাতেই আমার সর্ব্ব-সুখ।" বস্তুতঃ মোমেনের পরিচয় এই, সে আল্লাহ্‌-তা'লার প্রদত্ত স্থানে সন্তুষ্ট থাকে। খোদা তাহাকে যে স্থানে দণ্ডায়মান করেন, সে তথা হইতে অগ্র পশ্চাৎ কোথাও গমন করে না। অতএব মনে রাখিও, মোমেনদের জন্য দুঃখ কষ্ট কখনও 'আজাব' বা দৈব-দত্ত শাস্তি নহে। তোমরা খোদার সত্য ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া যদি কেহ তোমাদিগকে দুঃখ দেয় তবে তাহা দুঃখ নহে, বরং তাহা আল্লাহ্‌-তালার 'রহমত', (অনুগ্রহ)। এ প্রকার সকল দুঃখ কষ্ট তোমাদিগকে আল্লাহ্‌-তা'লার নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে, এবং তাঁহার 'ফজল' বা বিশেষ অনুকম্পার উত্তরাধিকারী করিবে। ইহা অপেক্ষা বড় 'নেয়ামত' (স্বর্গীয়দান) কিছুই নহে।

ইসলামে পতাকার স্থান

আমি দেখিয়াছি, আজ কতিপয় ব্যক্তি পতাকা হস্তে এখানে উপবিষ্ট। এই পতাকা দেখিয়া একটি ঘটনা আমার স্মরণ হইয়াছে। 'আমরা আল্লাহ্‌র ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চে রাখিব'—পতাকা ইহাই প্রকাশ করে। বাহ্যতঃ, ইহা সামান্য বিষয় মনে হয়। ইসলামে পতাকার যে গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সাধারণ বিষয় নয়। রসুল করীম (সাঃ) বলিতেন যে, তিনি পতাকা সেই ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন, যে ব্যক্তি ইহার দাবী পূর্ণ করিবে। একবার একজন সাহাবী বলিলেন, তিনি সেই দাবী পূর্ণ করিবেন। তিনি তাঁহাকে পতাকা প্রদান করিলেন। পতাকাধারীর কর্ত্তব্য পতাকা সমুচ্চে ধারণ। সেজন্য শত্রু তাহাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করে। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; শত্রু সৈন্য আক্রমণ পূর্ব্বক সেই সাহাবীর (রাঃ) সন্নিকট হইল, এবং যে হস্তে তিনি পতাকা ধারণ করিতেছিলেন সেই হস্ত দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য হস্তে পতাকা ধারণ করিলেন। শত্রু তাঁহার সেই হস্তও কর্ত্তন করিল। তখন তিনি পদদ্বয় মধ্যে তাহা চাপিয়া ধরিলেন। শত্রুরা তখন তাঁহার পদচ্ছেদন করিল। যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে পা আর থাকিবে না, তখন তিনি পতাকাটি মুখে ধারণ করিলেন।

শত্রু যখন সেখানেও অসির আঘাত চালনা করিল, তখন তিনি মৃত্যু সমুপস্থিত দেখিয়া চীৎকার করিলেন, "সাবধান, ইসলামের পতাকা যেন অবনত না হয়।" তখন অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) অগ্রসর হইয়া পতাকা রক্ষা করিলেন।

বস্তুতঃ, পতাকা এ কথার পরিচায়ক যে আমরা ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চে রাখিব; কিন্তু যদি লোকে পতাকা নির্ম্মাণ করে, অথচ ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে না পারে, তবে এই বাহ্যিক ভাবে পতাকা উড্ডীন করিয়া কি লাভ? যদি ধর্ম্ম-পতাকাই উড্ডীন না থাকে, তবে কাপড়ের কিম্বা কাষ্ঠের নির্ম্মিত পতাকা আমরা উর্দ্ধে ধারণ করিলেই কি লাভ? ভাল, কোন হীন হইতে হীন জাতি কি কাষ্ঠের উপর কাপড় বাঁধিতে পারে না? যখন কোন জাতি পতাকা উড্ডীন করে, তখন সে ইহাও স্বীকার করে যে সে ধর্ম্মকেও উড্ডীন রাখিবে। আপনারা এই পতাকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আপনারা ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করুন। প্রতীজ্ঞা করুন, ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চে রাখিবেন। আহমদীয়া সেল্‌সেলা সুবিস্তারে সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ কষ্ট ও বিপদ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

দোয়ার প্রেরণা

আমি দেখিয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি জানি যে কেহ 'দীনের' জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছে, ততক্ষণ আমি তাহার জন্য দোয়া করিবার আবেগ অনুভব করি; কিন্তু যখন সে কষ্ট হইতে নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করিবার জন্য আমার নিকট কেহ পত্র লিখে, তখন দেখিতে পাই আমার আবেগ হ্রাস পায়। তখন আমি তাহার জন্য দোয়া করি সত্য, কিন্তু আমার উৎসাহ থাকে না। কারণ আমি বুঝিতে পারি না, খোদার পথে দুঃখ কষ্ট ভোগে কোন মোমেন ক্লান্তি কিরূপে বোধ করিতে পারে। অবশ্য যদি গোনাহের জন্য কোন দুঃখ বিপদ ঘটে—আসমানী বিপদই হউক কিম্বা কোন আত্মীয় পরিজনের রোগই হউক, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তখন আমার নিকট দোয়ার জন্য লিখা যায়; কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার পথে যে সমস্ত বিপদাবলী বা দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা ভয় প্রকাশ করা সমীচীন নহে। যদি কেহও ঐরূপ বিপদ বা দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়, তবে ইহা তাহার সৌভাগ্য। আমি ইহাতে সন্তোষ লাভ করি, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি আমার নিকট দোয়ার জন্য পত্র লিখিলে, আমি মনে করি, সে দুর্ব্বল চিত্ত; আল্লাহতা'লা তাহাকে এবতেলা হইতে রক্ষা করুন। স্মরণ রাখিও খোদাতা'লার জন্য যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট মানুষ সহ্য করে, তাহা রাজ-রাজেশ্বরগণের সিংহাসন অপেক্ষাও মহার্হ। অবশ্য মানুষ স্বয়ং এইরূপ বিপদের প্রার্থী হইতে খোদা নিষেধ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এবম্প্রকার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য মানুষকে নিষেধ করিয়াছেন। যদি খোদাতা'লা এইরূপ দোয়া করিবার জন্য নিষেধ না করিতেন, তবে যথার্থ ঐশীপ্রেমিক-ত এই দোয়া করিতেন:—

"প্রভো, তোমার পথে আমরা দুঃখান্বেষণ করি।'

খাঁটী ঐশীপ্রেমিক-ত কোন না কোন প্রকারে এইরূপ দোয়া করিয়াই থাকেন। হজরত ওমর (রাঃ) দোয়া করিতেন, 'এলাহী মদিনায় যেন আমার মৃত্যু হয় এবং আমি শহীদরূপে আমার মৃত্যু লাভ করি।' পরিশেষে, মদিনা হইতে আল্লাহ্‌তা'লা এক ব্যক্তিকে উদ্ভব করেন এবং তাহার হস্তে তিনি 'শাহাদত' প্রাপ্ত হন। অতএব প্রকৃত মোমেন ধর্ম্মের কারণ যে সকল দুঃখ বিপদ প্রাপ্ত হন তাহাতে তাঁহারা কখনও বিচলিত হন না। অবশ্য বৈষয়িক কারণে যে সকল দুঃখ বিপদ আসে, তাহাতে তাঁহারা দোয়া করাইয়া থাকেন, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার জন্য যে সকল দুঃখ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাতে বিক্ষোভের কারণ কি? তাহার জন্য দোয়া করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিবার কারণ কি?

একদা যুদ্ধকালে **রসুল করিমের** (সাঃ) অঙ্গুলী আহত হয়। তিনি তখন একটি কবিতা পাঠ করেন, তিনি কখনও কবিতা উচ্চারণ করিতেন না। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,

هل انت الا اصبع دميت

অর্থাৎ 'খোদার পথে তুমি অঙ্গুলীহত জখম করিয়াছ, এ আর কি বড় কথা।'

সুতরাং যদি তোমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র স্বরূপ লাভ করিতে চাও, তবে ধর্ম্মের ধ্বজা উচ্চে ধারণ এবং ধর্ম্মের কারণ যে সমস্ত বিপদাবলী উপস্থিত হয়, তাহাতে ভীত না হইয়া বরং গর্ব্বভরে তাহা অন্যের নিকট বর্ণনা কর। কারণ তাহা অপমান নয়, সম্মান। "শাহাদাত" অপেক্ষা দুনিয়ার কোন বিষয় বড় নহে। পার্থিব কোন বিষয় আল্লাহ্‌তা'লার পথে মার ও গালি খাওয়া অপেক্ষা অধিকতর সম্মান-প্রদ নহে। যদি আল্লাহ্‌তা'লার জন্য গালি খাওয়া লাঞ্ছনা হয়, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে নবীও ইহার অংশী। কারণ নবিগণকে

সর্ব্বদা গালি দেওয়া হয়। সুতরাং এমতবস্থায় গালি লাঞ্ছনাজনক নহে, বরং সম্মানজনক। মোহাম্মদ (সাঃ) অপেক্ষা অধিক গালি কেহ প্রাপ্ত হয় নাই। যদি গালি প্রাপ্ত হওয়া লাঞ্ছনা হয়, তবে কি মোহাম্মদ (সাঃ)এর জন্য আল্লাহ্‌তা'লা লাঞ্ছনার উপকরণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন? না—বরং খোদাতা'লার জন্য গালি শ্রবণ সম্মানজনক এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য এই সম্মানের সর্ব্বাধিক সরঞ্জাম জমা হইতেছিল। মোহাম্মদ (সাঃ) লোকের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে গালি প্রদান করিত? তাঁহার কোন অপরাধ থাকিলে এইমাত্র ছিল যে তিনি শয়তানের সর্ব্বপ্রধান শত্রু ছিলেন। **সুতরাং সেই গালি, গালি ছিল না, বরং তাহাতে একথা স্বীকার করা হইতেছিল যে মোহাম্মদ (সাঃ) খোদার নিকট হইতে একটি জ্যোতিঃ আনয়ন করেন,** যাহা অন্ধ জগত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত নহে। সে জন্য তাহারা তাহাদের শত্রুতা গালিস্বরূপে প্রকাশ করিতেছিল।

এই প্রাণ, এই প্রখর অনুভূতি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময় জমাতের লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আমি এখন দেখিতে পাই যে ইহা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট হয় বা বিপদাবলী উপস্থিত হয়, লোকে তাহা অপমান জনক মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হয়; ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই সমুদয় দুঃখ বিপদ ভোগ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে, তাহারা তখন তাহা দেখিবার মত সৌভাগ্য লাভ করিবে না।

যখন আল্লাহ্‌তা'লা আহ্‌মদিয়তকে প্রাধান্য প্রদান করিবেন, যখন এই জমাত রাজত্ব লাভ করিবে, তখন আহ্‌মদিগণের প্রতি কেহ অন্যায় ভাবে ইঙ্গিত করিতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু তোমরা কি মনে কর যে. তখনকার লোক এখনকার লোকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে? তখনকার রাজরাজেশ্বরগণও এখনকার ভিখারী অপেক্ষা হীনতর হইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, দুঃখ বিপদ আমাদের আত্মদোষ-ঘটিত। তাহার প্রতিকার আবশ্যক: কিন্তু যাহা খোদাতালার নিকট হইতে উপস্থিত হয়, তাহা সন্তুষ্টির সহিত বরণ করা আবশ্যক। আমাদের জমাতে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ইহাই জাতি দিগকে উন্নত করে।

গতকলাই একজন বন্ধু আমাকে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। একস্থানে কেবলমাত্র একজন যুবক আহ্‌মদী। তিনি কোন উচ্চ পদে কাজ করেন, লোকে তাঁহাকে বহু দুঃখ কষ্ট প্রদান করে, কিন্তু তিনি আমার নিকট এ বিষয় ব্যক্ত করাও গয়রতের বিরুদ্ধ মনে করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমি দেখিতে পাই, এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা কোন কিছু ঘটিলে বলিয়া থাকেন, আমাদের মৃত্যু উপস্থিত, দুঃখ নিবারণের জন্য ডিপুটী কমিশনারের নিকট সুপারিশ করা আবশ্যক ইত্যাদি। ডিপুটী কমিশনার কি খোদা অপেক্ষাও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী? যদি তোমরা মার খাও, অথচ খোদার কোন গয়রত না হয়, তবে ডিপুটী কমিশনার তোমাদের জন্য কি করিতে পারেন? যদি আমাদের প্রভূ, আমাদের সকল কার্য্যের সিদ্ধিদাতা, আমাদের মৌলা, আমাদের জন্য কোন কিছু না করেন, যদি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু আমাদের জন্য কোন গয়রত না রখেন এবং তদবস্থায় আমরা ডিপুটী কমিশনারের শরণাগত হইতে চাই, তবে ইহা আমাদের জন্য মহা অপমান ও লাঞ্ছনার কথা। সুতরাং যদি ধর্ম্মের জন্য অর্থাৎ তোমরা কেন আল্লাহ্‌তা'লার ধর্ম্ম প্রচার কর, সে জন্য নির্য্যাতিত হও, তবে তোমাদের গর্ব্ব করা আবশ্যক। পার্থিব বিষয়াদির দরুণ যে সমস্ত দুঃখ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে আলোচ্য দুঃখ কষ্টকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে পাই, কেহ কেহ এই প্রভেদটি, বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা পার্থিব দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে মনে করেন যে তাহা ধর্ম্মের কারণ জন্মিয়াছে, অথচ বাস্তবিকই ধর্ম্মের কারণ হইলে, তোমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, এবং পার্থিব কারণে হইলে, তাহাকে ধর্ম্ম-জনিত বিপদ বলা ভ্রম।

ঐশী-প্রেম ও বিশ্বাস নিয়া বহির্গত হও, নৈরাশ্য পরিহার কর

সুতরাং আমি তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তোমাদের অন্তঃকরণে প্রেম উৎপন্ন কর, প্রেরণা উৎপন্ন কর এবং যদি খোদার জন্য তোমরা ক্লেশ ভোগ কর, তবে তাহা প্রেমিক প্রেমিকার সম্বন্ধ স্বরূপ মনে কর। খোদা তোমাদের এই সমুদয় ক্লেশের দরুণ গৌরব করিতেছেন। এই প্রেম লইয়া বহির্গত হও এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস সহ এখান হইতে যাও যে, খোদার প্রেমিক জগতে বিজয় লাভ করে। নৈরাশ্য পরিহার কর। খোদার জমাত কখনো নিরাশ হয় না। জগৎ তোমাদের শিকার স্বরূপ। উল্লিখিত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আল্লাহ্‌তা'লা শুধু তোমাদের

অনুশীলনের জন্য, তোমাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা ও বেদনা সৃষ্টির জন্য এবং তোমাদের প্রেম বৃদ্ধি করিবার জন্য আনয়ন করেন। যদি তোমরা এই সমুদয় দুঃখ কষ্ট ও বিপদ বিদূরিত করিতে চাও, তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, তোমরা তোমাদের প্রেম ও প্রেম-দাহ হ্রাস করিতে চাও, অথচ তাহা বর্দ্ধিত করা আবশ্যক, হ্রাস করা নহে। সুতরাং তোমরা প্রেম ও বেদনা নিয়া বহির্গত হও। ফিলসফি সর্ব্বদাই অপরিচিত ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, কিন্তু তোমরা এখন আপনার জনে পরিণত হওয়ায় তোমাদের জন্য শুধু প্রেম ও বেদনা রহিয়াছে। আমরা এখানে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করি তাহা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য নয়, বরং তোমরা যেন তাহা অন্যের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পার, সেজন্য তাহা বর্ণনা করা হয়। প্রকৃত ঐশী প্রেমিকের জন্য যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক হয় না। সে প্রেম ও বেদনা অনুসন্ধান করে। যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে থাকে যে, প্রেমময় বন্ধুর হস্ত তাহার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া আছে, সে কখনো যুক্তি প্রমাণ শুনিবার আকাঙ্খা করিতে পারে না। যে শিশু মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিতেছে, তাহাকে কি কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিবে, "তিনি যে তোমার মা ইহার প্রমান কি?" সে এরূপ জিজ্ঞাসাকারীকে পাগল মনে করিবে এবং বলিয়া দিবে যে, সে তাহার মাতৃ-ক্রোড়েই আছে, তাহার নিকট প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিবার কোন হেতু নাই। সেইরূপ আমাদের জন্যও কোন যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক নাই। তোমরা জগতের সম্যক যুক্তি প্রমাণ নিয়া যাও এবং তাহা নিয়া সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ কর। আমরা খোদার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছি, আমরা খোদার মসিহ্‌কে (আঃ) স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, আমাদের জন্য কোন যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক নাই। যুক্তি প্রমাণ অন্ধ ব্যক্তিগণের জন্য প্রয়োজন। যুক্তি প্রমাণ অর্থ পথ প্রদর্শন। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে পথে প্রদর্শনের আবশ্যক কি? সুতরাং অন্ধজনের জন্য যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক। ইহা তাহাদের জন্য আবশ্যক যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা অন্তর্চক্ষু প্রদান করেন নাই, কিন্তু তোমাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা দর্শন শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছ। সুতরাং তোমাদের যুক্তি প্রমাণাদির আবশ্যক নাই। তোমাদের প্রয়োজন শুধু প্রেম উৎপাদন। প্রেম হৃদয়ে উৎপন্ন হয় এবং যুক্তি প্রমাণ বাহির হইতে আসে। কোন যুক্তি প্রমাণ তোমাদের পরিচালক হওয়া উচিত নয়, বরং তোমাদের অন্তর তোমাদের পথ পরিচালক হওয়া আবশ্যক।

কোরান করীমের অবতরণের উদ্দেশ্য

কোরান করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, نزله على قلبك অর্থাৎ, "কোরান করীম তিনি রসুল করীমের (সাঃ) অন্তঃকরণে অবতীর্ণ করিয়াছেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোরান মজিদের শব্দ অপরের জন্য এবং ইহার বুৎপত্তি আমাদের জন্য। কোরান করিমের বাহ্যিক শব্দগুলি মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য ছিল না। তাহা ছিল আবুজেহেলের জন্য। মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য ছিল সেই প্রেম যাহা এই শব্দগুলির ফলে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত ছিল। লোকে ভ্রমবশতঃ এই আয়েতের দ্বারা মনে করিয়াছে, কোরান মজিদ শব্দরূপে অবতীর্ণ হয় নাই। ইহা সত্য নহে। কোরান-ত শাব্দিকভাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সেই শব্দ অপরের জন্য; আমাদের জন্য ইহার অর্থ। সেই কোরান কোন্‌টি, যাহা অপরিবর্ত্তনীয়? ইহা তাহাই, যাহা আমাদের অন্তঃকরণে বিদ্যমান। ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। কেতাব-রূপী কোরানে-ত প্রেসের লোকেরা 'জবর' স্থানে 'জের' লিখিয়া ফেলে এবং এইরূপে শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, কিন্তু যে কোরান খোদার 'জালাল' (প্রভাব ও প্রতাপ) সহ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা মোমেনের অন্তঃকরণে নিবদ্ধ থাকে। শাব্দিক রক্ষণাবেক্ষণও আল্লাহ্‌তা'লা করিয়াছেন। তথাপি কেতাবী কোরানে ভ্রম প্রমাদ ঘটা সম্ভবপর, কিন্তু যে কোরানে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা শুধু তাহাই যাহা মোমেন বান্দার অন্তঃকরণে সংরক্ষিত হয়। সুতরাং, এই আভ্যন্তরীন বস্তু লইয়া উঠ এবং সেই বেদনা নিয়া যাও, যাহা মোমেনেরই বৈশিষ্ট্য। সেই উন্মাদনা নিয়া যাও, যদ্বারা সর্ব্ব-প্রকার বুদ্ধির ভাণ লোপ পায়।

দর্শন ও প্রেমে প্রভেদ

আমরা কোন ভাঙ্গাচূড়া কবিতা রচনা করিলে, যে পর্য্যন্ত দশ বিশজন ব্যক্তিকে তাহা শ্রবন না করাই এবং তাঁহার বাহ্‌বা না পাই সে পর্য্যন্ত আমরা শান্ত হইতে পারি না। একজন কৃষক ৬ মাস কিম্বা ১ বৎসর কাল সাধারণ পরিশ্রমের পর গুড় প্রস্তুত করে। সে তাহা কোষ মধ্যে ধারণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়া থাকে, তাহার গুড় কেমন উত্তম হইয়াছে, কিন্তু হায়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ধন—আমাদের স্রষ্টা ও প্রভু আমাদের

খালেক ও মালেক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা তাঁহাকে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করি না। যদি আমাদের প্রেম পূর্ণতা লাভ করিত, তবে আমরা-ত বসিতে পারি না এবং সেই পর্য্যন্ত কখনও স্থির হইতে পারি না, যে পর্য্যন্ত সমগ্র জগত তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা না হয়।

হজরত সোলেমানের (আঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা আমি বার্ষিক জলসার সময় উল্লেখ করিয়াছি, কত প্রেম-পূর্ণ! তিনি বলিতেছেন ঃ—

"অয়ি জেরূজালেমের কন্যাগণ!
এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।"
(পরম গীত—৫-১৬)

প্রেমিকের ইহাই লক্ষণ, যে সে সকলকে তাঁহার প্রেমমুগ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং, বহির্গত হও এ উদ্দেশ্যে নয় যে তোমরা লোকের সম্মুখে হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু কিম্বা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতার বিষয় পেশ করিবে—বরং **তোমরা এ জন্য বহির্গত হও যে তোমাদের প্রেমময় বন্ধুর জন্য আরো প্রেমিক অন্বেষণ করিতে হইবে,** নতুবা যে পর্য্যন্ত দার্শনিক ধারণাদি তোমাদের মধ্যে প্রবল থাকিবে, তোমরা জয়লাভ করিতে পারিবে না। দার্শনিক প্রমাণাদি শুধু কুফরী অবস্থার জন্য প্রয়োজন এবং প্রেম ও বেদনা ইমানের জন্য প্রয়োজন। শিশুকালে চুশ্‌নী আবশ্যক হয়, বড় হইলে ইহার আবশ্যক থাকে না। শৈশবে যাহারা মাতৃহারা হয়, অথবা যাহাদের মাতা রুগ্ন হইয়া পড়েন, তাহাদিগকে চুশ্‌নী দেওয়ার প্রয়োজন হয়। চুশ্‌নীর অবশ্য প্রয়োজন আছে, আমরা ইহা জগৎ হইতে উড়াইয়া দিতে পারি না; কিন্তু ইহা শিশুর জন্য প্রয়োজন, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য নহে। শৈশবে ইহা আমাদের প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদের জন্য যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের এখন দন্তের অভাব নাই। এখন আমরা বরাবর রুটী সেবন করিতে চাই।

সাফল্য-মণ্ডিত হইবার উপায়—প্রেম, বেদনা ও জ্বালা

সুতরাং এভাবে কাজ করিলে তোমরা জয়ী হইবে; নতুবা যদি এই অবস্থা না হয়, তবে দুঃখ ঘটিলে ত মানুষ অস্বস্থি বোধ করে, এবং কৃতকার্য্যতা লাভও তাহার পক্ষে ভার-জনক। আমি কখনও যুক্তি প্রমাণ সম্বন্ধে চিন্তা বা গবেষণা করি নাই। যখন প্রয়োজন হয়, খোদাতা'লা স্বয়ং আমাকে শিক্ষা দেন। আমাদের যাহা প্রায়াজন তাহা খোদার প্রেম। খোদার প্রেম ও 'মহব্বত' যেন সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকে; তাহা না হইলে কিছুই না। সুতরাং, **ঐশী-প্রেম বৃদ্ধি কর, অন্তরে জ্বালা ও বেদনা উৎপন্ন কর। ইহাই আমার প্রথম উপদেশ, মধ্যম উপদেশ, ইহাই আমার শেষ উপদেশ।** যে পর্য্যন্ত এই প্রেম থাকিবে, যে পর্য্যন্ত অন্তরে জ্বালা ও উদ্দীপনা থাকিবে, সে পর্য্যন্তই জীবন। এগুলি অন্তর্হিত হইলে থাকে শুধু যুক্তি-তর্ক। তোমাদের তাহাও থাকিবে না। **তোমাদিগকে যাহা সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারে, তাহা প্রেম, বেদনা ও জ্বালা।**

আফ্‌গানিস্তানের শহিদগণের আদর্শ

আফ্‌গানিস্তানের শহিদগণের প্রতি প্রস্তরখণ্ড বর্ষণকালে তাঁহারা বিচলিত হন নাই। ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত তাঁহারা তাহা বরণ করিতেছিলেন। বহু প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে, সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ, মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ্‌ খাঁন এবং অন্যান্য শহিদগণ ইহাই বলিয়াছিলেন, "এলাহী, তুমি তাহাদের প্রতি দয়া কর, এবং তাহাদিগকে 'হেদাএত' দাও।" প্রকৃত বিষয়, প্রেমাবেগ থাকিলে মানুষ নূতন আকার ধারণ করে, তাহার কথায় 'তাসির' হয়, (অর্থাৎ তাহার কথা ক্রিয়া করে) তাহার চেহারার উজ্জ্বল প্রভা লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

আমার স্মরণ আছে, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জমানায় এখানে সহস্র সহস্র লোক আগমন করিতেন। তাঁহারা যখনই হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) দেখিয়াছেন তাঁহারা শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, এই মুখ খানি মিথ্যাবাদীর হইতে পারে না। একটি শব্দও তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ ভাব তরঙ্গ আপনাদের মধ্যেও থাকা চাই।

যদি লোকে আপনাদিগকে মারপীট করে এবং আপনারও শাস্তি স্বরূপ তাহাই করেন, কিম্বা যদি লোকে আপনাদিগকে গালি দেয় এবং আপনারাও তাহাদিগকে প্রত্যুত্তরে গালি দেন, তবে জগৎ বিজয়ের জন্য সহস্র সহস্র বর্ষও অকিঞ্চৎকর হইবে। আবার যদি তাহারা আপনাদিগকে মারে এবং আপনারা পলায়ন করেন, তাহা হইলেও আপনারা জগৎজয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। কারণ জগৎ কখনও কাপুরুষ ব্যক্তিদের হস্তগত হয় না। প্রেমের অর্থ, তোমরা মার খাইয়াও দাঁড়াইয়া থাক।

যদি তোমরা মার, তবেও জয়ী হইবে না। যদি তোমরা মার খাইয়া পশ্চাৎ গমন কর, তবেও জয়ী হইতে পারিবে না। বিজয় শুধু তখনই লাভ করিবে, যখন তাহারা মার ধরিলেও তোমরা যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিতে থাক; তোমরা এক স্থানে দণ্ডায়মান থাক এবং তাহারা এই বলিয়া তোমাদিগকে গালি দিতে থাকে যে তোমরা দুষ্ট লোক, তোমরা বিশ্বাস-ঘাতক, তোমরা ইস্‌লামের শত্রু; কিন্তু তোমরা হইবে এমন যেন তোমাদের কাণে তাহাদের কোন শব্দে পৌঁছে না; তোমাদের চক্ষু হইতে যেন অশ্রু বর্ষণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে তোমরা বলিতেছ, "বন্ধুগণ, সত্য এখানেই, তোমরা গ্রহণ কর।" **তোমাদের হৃদয় যেন কখনও এরূপ অবস্থা ধারণ না করে যে মনুষ্য-দত্ত শাস্তিকে তোমরা অধিকতর কষ্টদায়ক মনে কর।** তাহারা তোমাদিগকে যত যাতনা দেয়, ততই তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। কারণ তাহারা যতই তোমাদিগকে কষ্ট দেয়, ততই তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে। তোমরা জান, মা সন্তানের জন্য কোন কোন সময় অহোরাত্রি জাগরণ করেন। তোমরা কখনও কি দেখিয়াছ, কোন মা তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন? সেইরূপ, যদি তাহারা তোমাদিগকে মারে, তবে তাহারা খোদার 'গজব' বা ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে। তোমাদের উপর বান্দার হস্ত উত্তোলিত হয়, এবং তাহাদের উপর খোদার হস্ত উত্তোলিত হয়। ভাবিয়া দেখ, উভয়ের মধ্যে কে অধিক কৃপার পাত্র? তোমরা, না তাহারা—যাহাদের প্রতি খোদার গজব' নিপতিত হইতে উদ্যত?

স্মরণ রাখিও, বান্দার হস্তে কোন শক্তি নাই। **সর্ব্ব-শক্তির প্রস্রবণ আল্লাহ্।** সুতরাং, তাহারা তোমাদিগকে যতই কষ্ট দেয়, তোমাদের পক্ষ হইতে ততই সহানুভূতিসূচক ব্যবহার তাহাদের প্রতি করা আবশ্যক। ইহা দ্বারাই আমরা জগৎজয় করিতে সমর্থ হইব। আমি মনে করি, যদি তোমাদের মধ্যে এরূপ কয়েক শত ব্যক্তি উদ্ভূত হন, তবে জগতের চিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং দরদ, বেদনা ও জ্বালা সহ বহির্গত হও। মার খাইবে, হস্ত উত্তোলন করিবে না। তোমাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবহমান হইবে, অন্তর দরদে বিগলিত হইবে, বক্ষে জ্বালা বোধ করিবে, এবং তোমরা অনুভব করিতে থাকিবে যে তোমাদের ভ্রাতাগণ ধ্বংসপথে ধাবিত হইয়াছে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ গ্রাম কি গ্রাম এভাবে আহমদিয়তে প্রবিষ্ট হয় কিনা। তোমাদের বিজয় লাভের ইহাই পথ।

নম্রতা ও কাপুরুষতায় প্রভেদ—সত্যিকার প্রেম

কেহ কেহ মনে করেন নম্রতার অর্থ, তবলীগের জন্য বহির্গত হওয়ার পর বাধা প্রাপ্ত হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করা। ইহা নম্রতা নয়, ইহা ভীরুতা। মোহাম্মদ রসুলল্লাহ্ (সাঃ) অপেক্ষা অধিকতর বিনম্র জগতে অপর কেহ হইতে পারে না, কিন্তু জগতের কোন ব্যক্তি কি একথা সপ্রমান করিতে পারে যে তিনি কখনও কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন? ধর্ম্মবীরগণের কথা বাদ দাও। নেপোলীয়ান একবার পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের গোলাবারুদ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যগণ ক্রমাগত তাহাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। যখন ঐরূপ ক্রমাগত গোলাবর্ষণ হইতেছিল, তখন নেপোলীয়ানের সৈন্যেরা এক অবস্থায়ই দণ্ডায়মান ছিল। একজন সেনানায়ক বলেন, তিনি সেই ঘটনাস্থলে নেপোলীয়নের সৈন্যগণের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা চুপ করিয়া আছে কেন? তাহারা বলিল তাহাদের গোলা বারুদ নিঃশেষ হইয়াছে। সেই সেনানায়ক বলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা পলায়ন করিতেছে না কেন? তাহারা বলিল, **নেপোলীয়ান তাহাদিগকে পলায়ন করা শিক্ষা দেন নাই।** যুদ্ধের যে উপকরণ ছিল তাহা এখন তাহাদের নাই এবং তাহারা পলায়ন শিখে নাই, এখন তাহারা কি করিতে পারে?

নেপোলীয়ান একজন পার্থিব দলপতি ছিলেন মাত্র। তাঁহার সৈন্যগণ বলিয়াছিল, তাহারা পলায়ন শিক্ষা করে নাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত অজ্ঞতা বশতঃ বলিয়া থাকে, কোরান করীম পলায়ন শিক্ষা দেয়।

কোরান-ত বলে, যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া পলায়ন করে, সে তাহার বাসস্থান নরকে নির্ম্মাণ করে। যে পলায়ন করে, সে ভীরু। যাহার প্রতি হস্তোত্তোলন করিতে নাই, তৎ-প্রতি হস্তোত্তোলন করা জুলুম। ইসলাম যাহা পেশ করে তাহা এই—তোমরা গালি শুনিতে থাক, মার খাও, কিন্তু তোমরা তোমাদের কার্য্য করিতে থাক। ইস্‌লাম ইহাই শিক্ষা দেয়। ইস্‌লাম শিক্ষা দেয়, যখন এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, তখনও **প্রেম কর, যুক্তি তর্ক ব্যবহার করিও না।** তোমাদের মনে যেন কখনও এ ভাবের উদ্রেক না হয় যে, কোরান মজিদ শত্রুর মোকাবিলা হইতে পলায়ন করিতে নিষেধ করে বলিয়াই তোমরা পলায়ন কর না। তোমাদের মনের দরদ, তোমাদের আভ্যন্তরীণ প্রেম যেন তোমাদিগকে দণ্ডায়মান রাখে এবং

তোমরা তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে থাক। যদি এরূপ দরদ না হয়, তবে তোমাদের নিকট যুক্তি তর্কই থাকিবে, অথচ সেই সময় যুক্তি-তর্কের নয়। ঐরূপ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে কোরাণ করিমের শিক্ষানুযায়ী দাড় থাকিলেও তাহার যেন তখন প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের মানস পটে না থাকে। তোমাদের মনে শুধু একথা থাকা চাই যে এই 'গোমরাহ্' (পথ-ভ্রষ্ট) লোকদিগের সম্মুখে ধর্ম্মলাভের পথ, হেদাএতের পয়গাম উপস্থিত করিতে হইবে। যদি তাহারা নাও শোনে, তথাপি তাহাদিগকে আমাদের শোনাইতে হইবে।

প্রকৃত তৌহীদ

যথাযথ চিন্তা করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে, ইহাই প্রকৃত তৌহীদ। সততঃ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোযোগ বদ্ধ রাখাই তৌহীদ। তোমরা একথাও মনে করিবে না যে কোরান করিম আদেশ করে বলিয়া তোমরা কোন কার্য্য কর, বা কর না, বরং এরূপ মনে করা উচিত যে তোমাদের মধ্যে যে খোদা উপবিষ্ট আছেন তিনি সাক্ষাৎভাবে তোমাদিগকে আদেশ করেন এবং তোমরা তাহা পালন কর। ইহার নামই প্রেম। এইরূপ প্রেমে মাতোয়ারা যাহারা, তাহারাই জগতে বিজয় লাভ করে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এরূপ ব্যক্তি কোন স্থানে একাকী থাকিলে দুইজনে পরিণত হইবেন, দুইজন থাকিলে চারি জনে পরিণত হইবেন এবং চারিজন থাকিলে আটজনে পরিণত হইবেন। এই জিনিষই সঙ্গে নিয়া যাও। ইহাই তোমাদিগকে জয়মণ্ডিত করিবে।

আমি অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় আপনাদিগকে এই কথাগুলি বলিয়াছি। আমি আশা করি, আমার কথাগুলি যথার্থ ফলোৎপাদন করিবে। আমি মনে করি, যদি এরূপ একজন ব্যক্তিও বাহির হন, তবে মহা বিজয় লাভ হইতে পারে। অতএব, আল্লাহ্‌তালার নিকট দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদিগকে প্রকৃত প্রেম প্রদান করেন এবং যুক্তি তর্কের বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। আমাদের নিকট এই সকল যুক্তি প্রমাণের মূল্য কি? আমরা খোদা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সমুদয় যুক্তি প্রমাণের আমাদের কি আবশ্যক? যুদ্ধ বিগ্রহ কি ভুলিয়া যাও। পলায়ন কি ভুলিয়া যাও। তোমাদের হৃদয়ে সকলের জন্যই দরদ হওয়া চাই। তোমাদের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হওয়া চাই। তোমরা অপরের জন্য মৃত্যু বরণ কর। সমগ্র উর্দ্দু কবিতা-রাজ্য মধ্যে বিপদ ও বেদনা কালে আমার কেবল মাত্র দুইটি পদই স্মরণ হয়, তাহা এই :—

دل میں اک درد اٹھا آنکھوں میں آنسو بھر آئے
بیٹھے بیٹھے مجھے کیا جانئے کیا یاد آیا

হৃদে ব্যথা, চখে জল,
কার কথা মনে পড়ে বল।

যখন প্রেমের উদয় হয়, সে কি করে তাঁহার খোঁজ থাকে না। সেই দাহ যাহা মানুষ নিজেও বুঝিতে পারে না যে তাহা কি, সেই বেদনা যাহা মানুষ নিজেই বর্ণনা করিতে না পারিয়া বলে, না জানি আমার কি ঘটিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ ব্যথা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াও তাহার অপমান। কারণ প্রেম সীমা-বিহীন। এ নিমিত্ত আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে অনন্ত জীবনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন সে অসীম ভালবাসা দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার অপরিসীম নৈকট্য লাভ করিতে থাকে এবং অনন্ত জীবন লাভ করে। খোদা করুন এই প্রেম আপনাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়। যদি এই প্রেম আপনাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, তবে জগতের কোন বস্তু আপনাদের বিজয় পথে পরিপন্থী হইতে পারিবে না এবং পরিশেষে সমগ্র জগত নিশ্চয়ই আপনাদের পদমূলে লুটাইয়া পড়িবে।

আন্‌সারুল্লাহ্‌ আঞ্জোমনের মেম্বারগণের কর্ত্তব্য

"হে মোমেনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও"

১। ইস্‌লাম এবং আহ্‌মদিয়ত সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য কোরান মজিদ, হাদিস এবং সৈয়দেনা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) গ্রন্থ-সমূহ পাঠ। এতদ্ব্যতীত আন্‌সারুল্লাহ্‌ আঞ্জমনের সাপ্তাহিক অধিবেশন সমূহে নিয়মানুবর্ত্তিতাসহ যোগদান করা।

২। মৌখিক ও লিখিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিদ্বারা আহ্‌মদিয়তের বার্ত্তা বিশ্বের কোণে কোণে পৌছান।

৩। ব্যক্তিগতভাবে তবলীগ করিবার জন্য প্রতি মাসে এক দিন 'ওয়াক্‌ফ' বা উৎসর্গ করা; তদুদ্ধে যাহা করা হইবে, তাহা অধিকতর "সওয়াব' জনক হইবে।

৪। কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান হইতে যে সমস্ত মাসিক ট্র্যাক্‌ট্‌ প্রকাশিত হয় তাহা নিয়মিতভাবে বিস্তার করা এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে পাঠ করিয়া শোনান।

৫। ট্রাক্‌টসমূহ বিনামূল্যে বিস্তার করিবার জন্য সামর্থ্যশালী বন্ধুগণকে চাঁদা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা এবং আপনার সামর্থ্য থাকিলে স্বয়ং এ নিমিত্ত চাঁদা দান করা।

দ্রষ্টব্য—স্মরণ রাখিতে হইবে এই 'সদ্‌কা জারিয়া'র জন্য ন্যূনতম চাঁদাও ধন্যবাদসহ গৃহীত হয়।

৬। আহ্‌মদিয়তের প্রচারের জন্য আন্‌সারুল্লাহ্‌ সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা।

৭। ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের উন্নতির জন্য আন্তরিক দরদের সহিত দোয়া করা।

হাদীসের যৎকিঞ্চিৎ

(মৌলনা জিল্লুর রাহমান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

(১)

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع السيف فى أمتى لم ترفع عنها الى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتى الاوثان وانه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين هم من خالفهم حتى يأتى امر الله - رواه ابو داؤد والترمذى

ছৌ'বান (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ), বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের (অনুবর্ত্তীদের) মধ্যে আপোষে তরবারী চলিতে আরম্ভ হইলে কেয়ামত পর্য্যন্ত আর তাহা রহিত হইবে না; কেয়ামত আসিবে না যে পর্য্যন্ত আমার উম্মতে কতিপয় দল যাইয়া মুশ্‌রিকদের সঙ্গে মিলিত না হইবে এবং (তাহাদের সঙ্গে) মূর্ত্তী পূজা না করিবে; এবং অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যা দাবীকারী হইবে; তাহাদের প্রত্যেকেই মনে করিবে যে সে আল্লাহর নবী, অথচ আমি শ্রেষ্ঠতম নবী, আমার বিরোদ্ধে কোন নবী নাই। আমার উম্মতের একদল লোক সদা সর্ব্বদাই সত্যের উপর জয়ী থাকিবে, কোন বিরুদ্ধবাদী তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না যে পর্য্যন্ত না 'আমরুল্লাহ্‌' (আল্লার হুকুম) আসিয়া পড়িবে।"

(আবুদাউদ এবং তেরমজি)

(২)

عن عمر ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين ليأرز الى الحجاز كما تأرز الحية الى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الاروية من رأس الجبل - ان الدين بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدى سنتى - رواه الترمذى -

উমার ইব্‌নে ঔফ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে—হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"সাঁপ যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করে এই রকম ভাবে ধর্ম্ম যাইয়া হেজাজে প্রবেশ করিবে, এবং পাহাড়ী ছাগ যেমন পাহাড়ের চূড়া হইতে পড়িয়া যায় ধর্ম্ম ও সেইরূপ হেজাজ হইতে বাহির হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল গরীবদের মধ্যে (এবং যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল সেই ভাবেই পুনরায় গরীবদের মধ্যে তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। অতএব সেই দরিদ্রগণই ধন্য। আমার পরবর্ত্তীকালে যখন লোকে ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিবে তখন উহারাই তাহার সংশোধন করিবে।"

(৩)

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الاية - ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم - قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله متوان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا - فضرب على فخذ سلمان الفارسى ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس - رواه الترمذى -

আবুহুরাইরা (রাঃ) রাওয়ায়েত করিয়াছেন যে—হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন "তোমরা যদি ফিরিয় যাও আল্লাহতা'লা তোমাদের পরিবর্ত্তী অন্য জাতিকে নিয়া আসিবেন অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না। তখন সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কাহারা, যাহাদের কথা আল্লাহ বলিলেন যে, আমরা যদি ফিরিয়া যাই—আমাদের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে নিয়া আসিবেন, তারপর তাহারা আমাদের মত হইবে না'? তখন রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাল্‌মান পারশীর উরুদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তি এবং তাহার জাতি'। ধর্ম্ম সপ্তর্ষী মণ্ডলীর নিকট চলিয়া গেলেও পারস্য দেশীয় কতিপয় লোক ইহাকে হস্তগত করিবেন।

(তেরমুদি)

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

বুল্‌গেরিয়া—খোদাতা'লার অপার মহিমাবলে বুল্‌গেরিয়াতে (জুগোশ্লেভিয়া) আমাদের মোজাহেদ ভ্রাতা মৌলবী মোহাম্মদ দীন সাহেব মৌলবী ফাজেল অতি কৃতকার্য্যতার সহিত কাজ করিতেছেন। ইদানিং সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে সেখানে দুই জন উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ভদ্রলোক আহ্‌মদী সেল্‌সেলাভুক্ত হইয়াছেন. আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌!

বুদাপেস্ত—বুদাপেস্তে খোদাতা'লার ফজলে আমাদের সেলসেলা অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ইদানিং সংবাদ আসিয়াছে যে তথায় আরো ১২ জন সম্ভ্রান্ত লোক পবিত্র আহমদীয়া সেল-সেলায় দাখেল হইয়াছেন। তন্মধ্যে এক জনের নাম মৌলবী মোহাম্মদ ইস্‌মাইল; ইনি হাঙ্গেরীর নায়েব মুফতি ছিলেন; নৌমোসলেম ভ্রাতাগণের উৎসাহ ও ধর্ম্মভাব দর্শনে প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি এবং আরো কতিপয় সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় মোসলমান পবিত্র সেলসেলা ভুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কৃশ্চিয়ানও পবিত্র সেলসেলায় দাখেল হইয়াছেন। আমাদের মিশনারী লিখিয়াছেন যে খোদা চাহে ত তুরস্ক ও বোসেনিয়া নিবাসী আরো কতিপয় মোসলমান যাহারা বুদাপেস্তেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, শীঘ্রই সেলসেলাভুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেন। আমাদের এই মিশনারী ভ্রাতার জন্যও দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে উত্তরোত্তর অধিকতর সফলতা প্রদান করেন। আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ান শরীফঃ—মাননীয়া হজরত উম্মোল-মোমেনীন সাহেবা (হজরত মসিহ্‌ মাউদের, আঃ, সহধর্ম্মিনী) বিগত কয়েক মাস যাবত অসুখ থাকার পর বর্ত্তমানে খোদাতা'লার কৃপাবলে ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। সমগ্র আহ্‌মদী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন এই যে তাহারা আল্লাতালার নিকট দোয়া করিবেন যেন তিনি দীর্ঘকাল সুস্থশরীরে জীবিত থাকিয়া আমাদের জন্য আরো কল্যাণের কারণ হইতে পারেন।

মোবাল্লেগীনের বিষয়ঃ—(১) সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহ্‌মান সাহেব অত্র মাসের প্রথম ভাগে হেড-কোয়ার্টারে অবস্থান করিয়া দরস দিয়াছেন এবং 'আহ্‌মদী' সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ ব্যতীত তিনি স্থানীয় কোন কোন ভদ্রলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগও করিয়াছেন। তারপর তিনি বগুড়ায় তবলীগের জন্য রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন এবং সেখানে তবলীগ ও দরসের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

(২) মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি, এ, প্রাদেশিক আঞ্জোমনের কার্য্যে লিপ্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'আহ্‌-মদীর' কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন এবং মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের অনুপস্থিতে তিনি ঢাকায় আঞ্জোমন হলে দরস দিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে শাখা আঞ্জোমন সমূহের সকলের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া প্রাদেশিক আঞ্জোমনের কার্য্যে বড়ই প্রতিবন্ধক হইতেছে। সুতরাং জিলা আঞ্জোমনের আমীরও অন্যান্য প্রত্যেক আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবদের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা যেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর সাহেব বা সদর আঞ্জোমনের (কাদিয়ান শরীফ) নিযুক্তিয় জেনারেল সেক্রেটারীর উপদেশ অনুযায়ী আহ্‌মদীয়া সমাজের সংগঠন ব্যাপারে সহায়তা করিতে যত্নবান থাকেন।

(৩) মৌলবী আজীজ উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ) অঞ্চলে তবলীগ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন এবং বড়ই উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহার সকল কার্য্যে সহায়তা করুন, আমীন!

(৪) মৌলবী মোহাম্মদ হানিফ সাহেব কোরেশী কিছুদিনের জন্য কটক (উড়িষ্যা) গিয়াছেন এবং অচীরেই তাঁহার পরিবারসহ ফিরিয়া আসিবেন।

আন্‌সারুল্লাহ্‌'র রিপোর্টঃ—(৩) অত্রমাসে ঘাটুরা ও বিষ্ণুপুর (ত্রিপুরা), বাজিতপুর (ময়মনসিংহ) এবং ঢাকার স্থানীয় আঞ্জোমনের মাসিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও অন্যান্য ভাইদের কার্য্যে সফলতা দান করুন এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করুন, আমীন! অন্যান্য আঞ্জোমনের সদস্যগণ এ বিষয়ে এখনো মনযোগ করেন নাই। আশাকরি তাহারা নিজ নিজ কার্য্যকলাপ অতি সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন।

(২) সাইকেল যোগে বা পদব্রজে যাহারা তবলীগ কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন তাহারা অতি সত্বর নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা এবং কখন তাহারা এই সৎকার্য্যে বহির্গত হইতে পারেন জানাইবেন যেন শীঘ্রই তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়।

প্রাপ্তি সংবাদ

অত্রমাসে নিম্নলিখিত ভ্রাতাগণ হইতে 'আহ্‌মদী'র বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। যেজাহুমুল্লাহু আহ্‌সানুল যেজা। আশা করি অন্যান্য ভ্রাতাগণও তাহাদের চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যে সকল বন্ধুর প্রথম বৎসরের চাঁদার মেয়াদ অতিবাহিত হইয়াছে (গত ডিসেম্বর মাসে সকল গ্রাহক গ্রাহিকাগণেরই চাঁদার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে) তাহারা সত্বর নূতন বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

১। মৌলবী আবুনসর অহীদ সাহেব, বি, এ, বি, টি।

২। মুন্সি আবদুল জব্বর সাহেব।

বাংলায় আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমন

আজ পর্য্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় পঁয়ত্রিশটি আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমন গঠিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা ইহাদিগকে 'মোবারক' এবং 'কামইয়াব' করুন। অন্যান্য যে যে স্থলে আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ এখনো আঞ্জোমন গঠন করেন নাই তাহাদের নিকট অনুরোধ যে তাহারা যেন অতি সত্বর স্ব স্ব স্থানে আঞ্জোমন গঠন করিয়া সেল্‌সেলার কার্য্যে ব্রতী হন, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহোদয়কে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাপিত করেন।

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে পঁয়ত্রিশটি আঞ্জোমনের ও তাহাদের আমীর বা প্রেসিডেণ্টের নাম প্রদত্ত হইল।

আঞ্জোমন	আমীর বা প্রেসিডেণ্ট
১। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদীম, সাহেব বি, এল।
২। ভরতপুর	হাফিজ তৈয়বুল্লাহ্‌ সাহেব।
৩। রঙ্গপুর	মৌলবী বদরুদ্দীন আহম্মদ সাহেব বি, এল।
৪। বেলাকুবা, (জলপাইগুড়ি)	মৌলবী আহ্‌মদ আলী প্রধান সাহেব।
৫। পটুয়াখালী	মৌলবী ফজলুল করীম সাহেব উকীল।
৬। বীরপাইকশা (কিশোরগঞ্জ)	মৌলবী মোহাম্মদ আজীমুদ্দীন সাহেব বি, এ।
৭। বগুড়া	খান্‌ সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি, এ, বি, টি।
৮। দিনাজপুর	মৌলবী নাছির আহ্‌মদ সাহেব, মোক্তার।
৯। নাটোর	মৌলবী আবুল কাসেম খান চৌধুরী সাহেব।
১০। চট্টগ্রাম	মৌলবী নাজির আহ্‌মদ চৌধুরী সাহেব।
১১। বাকুড়া	মৌলবী এম, মোহাম্মদ সাহেব বি, এ।
১২। সরুশুনা (যশোহর)	ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব।
১৩। কুড়িশুণ্ডা (বাকুড়া)	ডাঃ মোহাম্মদ মুসা সাহেব, এইচ, এম, বি।
১৪। তাতারকান্দি (কিশোরগঞ্জ)	মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব।
১৫। বগাপুতা (ময়মনসিংহ)	মুন্সি আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেব।
১৬। তেরগাতি (কিশোরগঞ্জ)	মুন্সি আবদুর রহমান সাহেব।
১৭। বাহেরনগর (কিশোরগঞ্জ)	মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেব।
১৮। রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)	সৈয়দ আবদুল আজীজ সাহেব।
১৯। বীরামপুর (মুর্শিদাবাদ)	মুন্সি মোহাম্মদ নাকসেদ সাহেব।
২০। গাঙ্গাড্ডা (মুর্শিদাবাদ)	মুন্সি আনিছুর রহমান সাহেব।
২১। দেবগ্রাম-খরমপুর	মৌলবী গোলাম মৌলা খাদেম সাহেব।
২২। ক্রোড়া-বাসুদেব	মুন্সি মজিরুদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব।
২৩। ভাতুঘর	মুন্সি আবদুল গণি খন্দকার সাহেব।
২৪। তারুয়া	মুন্সি দিয়ানুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব।
২৫। সরাইল	মৌলবী মীর সেকান্দর আলী সাহেব।
২৬। শুহিলপুর-ঘাটুরা	মৌলবী নেজাবত উল্লাহ সাহেব।
২৭। নাটাই	মৌলবী রফিক উল্লাহ সিকদার সাহেব।
২৮। শালগাও-কালীসীমা	মুন্সি আবদুল জব্বার সাহেব।
২৯। বিষ্ণুপুর	মুন্সি উজির আলী সাহেব।
৩০। আহ্‌মদী পাড়া	(পূর্ব্বের প্রেসিডেণ্ট সাহেব পরলোক গত হইয়াছেন, নূতন প্রেসিডেণ্ট এখনও নির্ব্বাচিত হন নাই)।
৩১। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-নাউঘাট	মুন্সি আবদুর রহমান সাহেব।
৩২। মোরাইল-পুনিয়াউট	সৈয়দ আবদুর রেজাক সাহেব।
৩৩। সদাগরপাড়া	মৌলবী আউছাফ আলী সাহেব, উকীল।
৩৪। সিউরি	মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব।
৩৫। ঢাকা	(বর্ত্তমানে প্রাদেশিক আমীর সাহেবের তত্ত্বাবধানেই আছে; শীঘ্রই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন, ইনশা-আল্লাহ্‌)।

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

ফেব্রুয়ারী. ১৯৩৭ ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

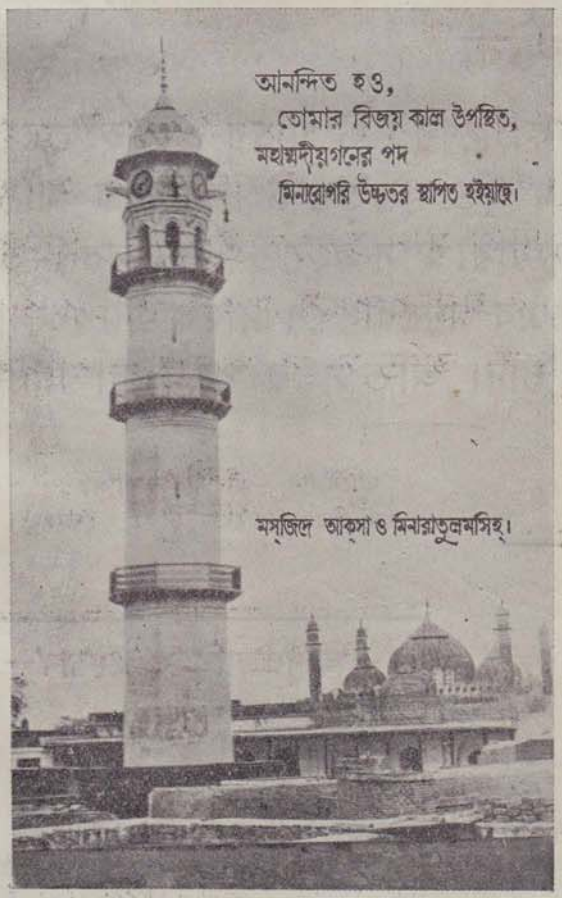

(কাদিয়ান)

প্রবন্ধ সূচী

দোয়া ২৩
হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) আহ্বান ২৪
কোরান-তত্ত্ব ২৫-২৬
বিশ্ব-জগতের আদর্শ হও ২৭-৪০
হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী ঃ— ৪১
আন্‌সারুল্লাহ্ ৪২-৫০
হাদীসের যৎকিঞ্চিৎ ৫০
জগৎ আমাদের ঃ— ৫১-৫২
বিদেশীয় সংবাদ ঃ—বুলগেরিয়া, বুদাপেস্ত।
দেশীয় সংবাদ ঃ—কাদিয়ান শরীফ; মোবাল্লেগীনের বিষয়;
'আন্‌সারুল্লাহ্‌র' রিপোর্ট; প্রাপ্তি সংবাদ।
বাংলায় আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমন। ৫২

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৵০

'মজ্‌লিসে-শো'রা'

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাদিয়ান শরীফে নিখিল আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের 'মজ্‌লিসে-শো'রার' অধিবেশন আগামী ইষ্টার ও গুড ফ্রাইডের ছুটীতে হইবে। স্থানীয় আহ্‌মদী সম্প্রদায় আপনাপন মনোনীত সদস্যের নাম সেক্রেটারী, 'মজ্‌লিসে শোরার' সমীপে পাঠাইয়া দিবেন এবং এইরূপ সদস্য উক্ত 'শো'রা' কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া বজেট ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া উক্ত মজ্‌লিসের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,—
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা 'আহ্‌মদীর' গ্রাহক গ্রাহিকাগণের দৃষ্টিগোচর করা হইতেছে যে তাঁহাদের প্রথম বর্ষের চাঁদার মেয়াদ গত ১৯৩৬ ইং ডিসেম্বর মাসে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অত্র জানুয়ারী মাস হইতে তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা প্রাপ্য হইয়াছে। অতএব অনুরোধ যে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার,—আহ্‌মদী কার্য্যালয়:
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

বঙ্গীয় 'অস্পৃশ্য' ভ্রাতাভগিনিগণকে

উপহার

'অস্পৃশ্য জাতি ও ইস্‌লাম'

মোস্‌লিম সমাজ কর্ত্তব্যপরায়ণে তৎপর হউন। উক্ত পুস্তক আপনাদের প্রতিবাসী 'অস্পৃশ্য' ভাই-বোনদিগকে উপহার দিয়া সত্য ইস্‌লামের শান্তিবাণী প্রচার করুন।

—'অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম'—

মূল্য প্রতি কপি—তিন পয়সা।
একত্রে এক টাকায় ২৫ খান।
একত্রে পাঁচ টাকায় ১৫০ খান।
একত্রে দশ টাকায় ৩৫০ খান।

পাঁচ টাকার কম অর্ডারের জন্য ভিঃ পিঃ করা হয় না। নিম্নতম অর্ডারের জন্য মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রাপ্তিস্থান :—
ম্যানেজার—'আহ্‌মদী কার্য্যালয়'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্টকাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরাণ শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরাণ শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (দঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশী বাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরাণ শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরাণ ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি। এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরাণ শরীফের পংক্তিতে ——"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ·· এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হজরত মোহম্মদের (দঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরাণ শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (দঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব পর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (দঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কেন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (দঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (দঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরতের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রসহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরাণ শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীয়া মতবাদ কি ?

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ আলায়হেস্‌সালামের দাবী এই যে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে শেষ যুগে যে মহাপুরুষের আগমনের সংবাদ আছে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। অতীত যুগসমূহের পয়গম্বর বা অবতারগণের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইয়া ধর্ম্মের অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রচার করা এবং যাবতীয় ভুল ধারণার সংশোধন করা তাঁহার কাজ।

তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ধর্ম্ম। কালের প্রভাবে মুসলমানের মধ্যে যে সকল ভুল ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি তৎসমুদয়ের সংশোধন করিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামের অনুসরণ করিয়া মানুষ হজরত ঈসা, হজরত মুসা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তুল্য জ্ঞানী ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

হজরত আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত হজরত মৌলানা মৌলবী হাজী হাকীম নুরুদ্দিন 'রাজী-আল্লাহ-আনহু' তাঁহার প্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান খলিফার নাম হজরত **মির্জা বশীর-উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ** (আইয়াদুহুল্লাহু তায়ালা বেনাছরিহিল্‌ আজীজ)।

পাঞ্জাবের জিলা গুরুদাসপুরের অধীন কাদিয়ান সহর আহ্‌মদীয়া মতবাদের কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য 'সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া' নামক একটি আঞ্জোমন আছে। এই আঞ্জোমনের অধীন কয়েকটি বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের সেক্রেটারিগণ হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহের তত্ত্বাবধানে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন।

আহমদীর নিয়মাবলী।

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সংখ্যা আহমদীতে এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক' আহমদী ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as*
Ahmed, His claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparision with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as.*
The Ftuure Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ্‌ ...	।০
হুজ্‌জাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত হমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রিতি-সম্ভাষণ ...	/০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৫১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৫১০
হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহর আমলী এস্‌লাহ সংক্রান্ত ৮টি খোৎবা (উর্দ্দু)	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহমদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. B. L. from 15, Bakshi Bazar Road, Dacca. (Bengal).